টীকা-২২৩. **শানে নুযূলঃ** ইবনে জরীরের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত হাসি-ঠাট্টাকারী ক্বোরাঈশ গোত্রের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলেছিলো, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমাদের মৃতদেরকে উঠিয়ে আনুন, আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো- আপনি যা বলছেন তা সত্য কিনা। আর আমাদেরকে ফিরিশ্‌তা দেখান; যারা আপনার রসূল হবার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। কিংবা আল্লাহ্‌কে এবং ফিরিশ্‌তাদেরকে আমাদের সামনে আনুন।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

১১২. এবং যদি আমি তাদের প্রতি ফিরিশ্‌তা অবতারণ করতাম (২২৩) এবং তাদের সাথে মৃতরা কথা বলতো আর আমি সকল বস্তুকে তাদের সম্মুখে উঠিয়ে আন্‌তাম তবুও তারা ঈমান আনয়নকারী ছিলোনা (২২৪), কিন্তু আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে (২২৫); কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই নিরেট মূর্খ (২২৬)।

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾

১১৩. এবং এরূপে, আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানবকুল ও জিন্‌দের মধ্যেকার শয়তানকে, তাদের মধ্যে একে অপরের উপর গোপনে প্ররোচিত করে বানোয়াট কথাবার্তা (২২৭), প্রতারণার উদ্দেশ্যে; এবং আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে তারা এমন করতোনা (২২৮)। সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যা রচনার উপর ছেড়ে দিন (২২৯)।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১৪. এবং এ জন্য যে, সেই (২৩০) দিকে তাদেরই অন্তর ঝুঁকবে, যাদের পরকালের উপর ঈমান নেই; এবং সেটাকে পছন্দ করবে ও পাপার্জন করবে যে (পাপ) তাদের অর্জন করার রয়েছে।

وَلِتَصْغٰٓى إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৫. তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো মীমাংসা চাইবো? এবং তিনিই হন, যিনি তোমাদের প্রতি বিশদভাবে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (২৩১); এবং যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তারা জানে যে, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্যই অবতীর্ণ হয়েছে (২৩২)। সুতরাং হে শ্রোতা! তুমি কখনো সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৬. এবং তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ সত্য এবং ন্যায়ের দিক দিয়ে। তাঁর বাণীসমূহের কেউ পরিবর্তনকারী নেই (২৩৩) এবং তিনিই শ্রবণকারী, জ্ঞানী।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾

টীকা-২২৪. তারা হচ্ছে হতভাগা লোক।

টীকা-২২৫. তাঁর যা ইচ্ছা তাই সংঘটিত হয়েছে। তাঁর জ্ঞানে যারা সৌভাগ্যবান তাঁরাই ঈমান এনে ধন্য হন।

টীকা-২২৬. জানে না যে, এসব লোক ঐসব নিদর্শন বরং তদপেক্ষা বেশী দেখেও ঈমান আনয়নকারী নয়। (জুমাল, মাদারিক)

টীকা-২২৭. অর্থাৎ কুপ্ররোচনা ও ধোকার কথাবার্তা, প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে,

টীকা-২২৮. কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে চান পরীক্ষার সম্মুখীন করেন, যাতে ঐ বিপদে পড়ে ধৈর্যধারণ করার ফলে এ কথা প্রকাশ পায় যে, সে মহান প্রতিদান পাওয়ার উপযোগী।

টীকা-২২৯. আল্লাহ্ তাদেরকে এর বদলা দেবেন, লাঞ্ছিত করবেন এবং আপনাকে সাহায্য করবেন।

টীকা-২৩০. বানোয়াট কথাবার্তার

টীকা-২৩১. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ, যার মধ্যে আদেশ-নিষেধ, প্রতিশ্রুতি, শাস্তির ভয় প্রদর্শন, সত্য-মিথ্যার মীমাংসা এবং আমার সত্যতার সাক্ষ্য এবং তোমাদের মিথ্যা অপবাদের বিবরণ রয়েছে।

শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকগণ বলতো যে, "আপনি আমাদের ও আপনার মধ্যে একজন মীমাংসাকারী নিযুক্ত করুন।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৩২. কেননা, তাদের নিকট এর পক্ষে প্রমাণাদি রয়েছে।

টীকা-২৩৩. না কেউ তাঁর ফয়সালার পরিবর্তনকারী আছে, না আছে তাঁর নির্দেশকে রদ্দকারী। না কখনো তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ হতে পারে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, যখন বাক্য সম্পূর্ণ তখন সেটা কোন প্রকার ত্রুটি ও পরিবর্তনগ্রহণ করেনা। আর তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত থাকবে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন- 'এর অর্থ হচ্ছে, কারো এ ক্ষমতা নেই যে, ক্বোরআন পাকের কোনরূপ বিকৃতি করতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলাই সেটা রক্ষা করার যিম্মাদার। (তাফসীর-ই-আবুস্ সাঊদ)

টীকা-২৩৪. নিজেদের মূর্খ ও পথভ্রষ্ট পিতৃপুরুষগণের অন্ধ অনুসরণই করে; সত্য দর্শন এবং সত্যকে চেনা থেকে বঞ্চিত রয়েছে

টীকা-২৩৫. যে, এটা হালাল, এটা হারাম এবং অনুমানের সাহায্যে কোন বস্তু হালাল কিংবা হারাম হতে পারে না। যেটাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হালাল করেছেন সেটাই হালাল আর যেটাকে হারাম করেছেন সেটাই হারাম।

১১৭. এবং হে শ্রোতা, দুনিয়ার মধ্যে অধিকাংশ লোক এমনই রয়েছে যে, যদি তুমি তাদের কথামতো চলো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। তারা তো শুধু অনুমানের পেছনে রয়েছে (২৩৪) এবং নিরেট কল্পনার ঘোড়া দৌড়াচ্ছে (২৩৫)।

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝

১১৮. তোমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে বিপথগামী হয়েছে তাঁর পথ থেকে এবং তিনি খুব জানেন সৎপথপ্রাপ্তদেরকে।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

১১৯. সুতরাং তোমরা আহার করো তা থেকে, যার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়েছে (২৩৬), যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনসমূহ মান্য করো।

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ۝

১২০. তোমাদের কী হয়েছে যে, তা থেকে আহার করছোনা, যার (২৩৭) উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়েছে? তিনি তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করেছেন যা কিছু তোমাদের উপর হারাম হয়েছে (২৩৮), কিন্তু যখন তোমরা তাতে নিরুপায় হও (২৩৯); এবং নিঃসন্দেহে অনেকে নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা বিপথগামী করে দেয় অজ্ঞানতাবশতঃ; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমা লংঘনকারীদেরকে খুব জানেন।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ۝

১২১. এবং ছেড়ে দাও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ; ঐসব লোক, যারা পাপার্জন করে, অনতিবিলম্বে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে।

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ۝

১২২. এবং সেটা আহার করোনা, যার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি (২৪০) এবং সেটা নিশ্চয় নির্দেশ অমান্য করা এবং নিশ্চয় শয়তান স্বীয় বন্ধুদের অন্তরে এ প্ররোচনা দেয় যেন তোমাদের সাথে বিবাদ করে এবং তোমরা যদি তাদের কথা মান্য করো (২৪১) তবে তখন তোমরা অংশীবাদী হবে (২৪২)।

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ۝

রুকূ' - পনের

১২৩. এবং যে ব্যক্তি মৃত ছিলো, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি (২৪৩)

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ

টীকা-২৩৬. অর্থাৎ যা আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করা হয়েছে; না সেটা, যা নিজ মৃত্যুতে মারা গেছে অথবা মূর্তির নামে যবেহ করা হয়েছে; সেটা হারাম। হালাল হওয়া আল্লাহ্‌র নামে যবেহ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। এটা মুশরিকদের ঐ প্রশ্নের জবাব, যা তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছিলো। তা হচ্ছে- "তোমরা নিজেদের হত্যাকৃত পশু আহার করো, কিন্তু আল্লাহ্‌র মারা অর্থাৎ যা স্বীয় স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যায়, তা হারাম জ্ঞান করো।"

টীকা-২৩৭. যবেহকৃত জীব

টীকা-২৩৮. মাস্‌আলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হারাম বস্তুসমূহের বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং হারাম প্রমাণিত হওয়ার জন্য হারাম হওয়ার নির্দেশ থাকাও অবিশ্যক। আর যে বস্তু সম্বন্ধে শরীয়তে হারাম হওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়না, সেটা 'মুবাহ'।

টীকা-২৩৯. সুতরাং নিরুপায় হওয়ার অবস্থায় প্রয়োজন পরিমাণ আহার করা বৈধ।

টীকা-২৪০. যবেহ করার সময়। না বাস্তবে (تَحْقِيقًا), না অন্তরে আছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে এমন (تقديرًا); চাই এভাবে যে, সেই জীব স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা গেছে অথবা এভাবে যে, সেটাকে আল্লাহ্‌র নামে ব্যতীত কিংবা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে- এ সবই হারাম। কিন্তু যেখানে মুসলমান যবেহকারী যবেহ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর) বলতে ভুলে গেছে, তখন সেই যবেহ বৈধ। কারণ, সেখানে মনে মনে আল্লাহ্‌র নামের উল্লেখ আছে বলে ধরে নেয়া হবে; যেমন হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে।

টীকা-২৪১. এবং আল্লাহ্‌র হারাম করা বস্তুকে হালাল জ্ঞান করো,

টীকা-২৪২. কেননা, ধর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নির্দেশকে ছেড়ে দেয়া এবং অন্য কারো নির্দেশ মান্য করা ও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে হুকুমদাতা সাব্যস্ত করা শির্ক।

টীকা-২৪৩. মৃত বলতে 'কাফির' এবং জীবিত বলতে 'মু'মিন'-কেই বুঝানো হয়েছে। কেননা, 'কুফর' হচ্ছে হৃদয়ের জন্য মৃত্যু আর ঈমান হচ্ছে জীবন।

টীকা-২৪৪. 'নূর' মানে ঈমান, যা দ্বারা মানুষ কুফরের অন্ধকারগুলো থেকে মুক্তি পায়। হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর অভিমত হচ্ছে- 'নূর' মানে 'আল্লাহ্র কিতাব' অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ।

টীকা-২৪৫. এবং দৃষ্টিশক্তি অর্জন করে সত্যের পথকে বেছে নেয়।

টীকা-২৪৬. কুফর, মূর্খতা এবং অভ্যন্তরীন অন্ধকারের এটা একটা দৃষ্টান্ত, যাতে মু'মিন ও কাফিরের অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, হেদায়তপ্রাপ্ত মু'মিন সেই মৃত ব্যক্তির ন্যায়, যে জীবন লাভ করেছে এবং ঐ আলো পেয়েছে, যা দ্বারা সে আপন উদ্দেশ্য- পথের সন্ধান পায়। কাফির সেই ব্যক্তিরই মতো, যে বিভিন্ন ধরণের অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে এবং সেগুলো থেকে বের হতে পারেনি। সব সময় অনুশোচনার মধ্যে লিপ্ত থাকে। এ দু'টি দৃষ্টান্তই প্রত্যেকটা মু'মিন ও কাফিরের বেলায় প্রযোজ্য; যদিও হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)-এর অভিমতানুসারে, এগুলোর শানে নুযূল এই যে, আবূ জাহ্ল একদিন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীরের উপর কোন নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করেছিলো, সেদিন হযরত আমীর হামযাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শিকার করতে গিয়েছিলেন। যখন তিনি হাতে তীর-ধনুক নিয়ে শিকার করে ফিরে আসলেন তখনই তাঁকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হলো। তখনো তিনি ঈমান এনে ধন্য হননি। কিন্তু এ সংবাদ শুনে তাঁর মনে ভীষণ রাগের সঞ্চার হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি আবূ জাহ্লের উপর চড়াও হলেন এবং তাকে ধনুক দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন। তখন আবূ জাহ্ল অনুনয় বিনয় ও তোষামোদ করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, "হে আবূ ইয়া'লা! (হযরত আমীর হামযাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপনাম।) আপনি কি দেখেন নি যে, মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কেমন ধর্ম নিয়ে এসেছেন, আমাদের উপাস্যগুলোকে মন্দ বলেছেন? আমাদের পিতৃপুরুষগণের বিরোধিতা করেছেন এবং আমাদেরকে নির্বোধ বলেছেন!" এর জবাবে হযরত আমীর হামযাহ্ বললেন, "তোমাদের মতো নির্বোধ আর কে হতে পারে যারা আল্লাহকে ছেড়ে পাথরের পূজা করছো? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র রসূল।" তখনই হযরত আমীর হামযাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। তখন হযরত আমীর হামযাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর অবস্থা ঐ ব্যক্তির সদৃশ ছিলো, যে মৃত ছিলো, ঈমান রাখতো না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জীবিত করেছেন এবং অভ্যন্তরীন নূর দান করেছেন। আবূ জাহ্লের অবস্থা এই যে, সে কুফর ও মূর্খতার অন্ধকাররাজির মধ্যে নিমজ্জিত; এবং

এবং তার জন্য একটা আলো সৃষ্টি করে দিয়েছি (২৪৪), যা দ্বারা সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে (২৪৫) সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে, যে অন্ধকাররাজিতে রয়েছে (২৪৬), তা থেকে বের হবার নয়? এভাবে কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্মসমূহ শোভন করে দেয়া হয়েছে।

১২৩. এবং সেভাবে, প্রত্যেক জনপদে আমি সেটার অপরাধীদের প্রধান করেছি, যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে (২৪৭)। আর, তারা চক্রান্ত করেনা কিন্তু নিজেদের আত্মার বিরুদ্ধে; এবং তাদের উপলব্ধি নেই (২৪৮)।

১২৪. এবং যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন বলে, 'আমরা কখনো ঈমান আনবোনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের তেমনি মিলবেনা, যেমন আল্লাহ্র রসূলগণের মিলেছে (২৪৯); আল্লাহ্ ভাল জানেন কোথায় আপন রিসালতকে স্থাপন করবেন (২৫০)। অনতিবিলম্বে অপরাধীদের প্রতি আল্লাহ্র নিকট লাঞ্ছনা পৌঁছবে এবং কঠোর শাস্তি, বদলা হিসেবে তাদের চক্রান্তের।

وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

টীকা-২৪৭. এবং বিভিন্ন ধরণের কলাকৌশল, প্রতারণা এবং ধোকাবাজি দ্বারা মানুষকে বিপথগামী করেছে এবং বাতিলকে প্রচলিত করার প্রচেষ্টা চালায়।

টীকা-২৪৮. যে, সেটার অশুভ পরিণতি তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

টীকা-২৪৯. এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নিকট ওহী আসবেনা এবং আমাদেরকে নবী বানানো হবেনা;

শানে নুযূলঃ ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্ বলেছিলো, "যদি 'নবূয়ত' সত্য হয়, তবে সেটার সর্বাধিক উপযোগী আমিই। কেননা, আমার বয়স বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অপেক্ষা বেশী এবং অর্থ-সম্পদও।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৫০. অর্থাৎ আল্লাহ্ জানেন যে, নবূয়তের যোগ্যতা এবং সেটার উপযুক্ততা কার মধ্যে রয়েছে, কার মধ্যে নেই। বয়স ও ধনের কারণে কেউ নবূয়তের উপযুক্ত হতে পারেনা। আর এ নবূয়তের প্রার্থী লোকটা হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতারণা এবং অঙ্গীকার-ভঙ্গ ইত্যাদি দূষনীয় কার্য এবং নিকৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। এ লোকটা কোথায়, আর কোথায় নবূয়তের সেই সমুচ্চ মর্যাদা?

টীকা-২৫১. তাকে ঈমান গ্রহণের শক্তি দান করেন এবং তার অন্তরে আলোক উদ্ভাসিত করেন।

টীকা-২৫২. যে, যদি সেটার মধ্যে জ্ঞান ও তাওহীদের প্রমাণাদি এবং ঈমানের অবকাশ না থাকে, তবে তার এ অবস্থা যে, তাকে যখন ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয় এবং ইস্‌লামের প্রতি ডাকা হয় তখন তা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে আর তার জন্য অতিমাত্রায় কষ্টকর মনে হয়।

১২৫. এবং যাকে আল্লাহ্ সৎ পথ প্রদর্শন করতে চান তার বক্ষদেশকে ইস্‌লামের জন্য প্রশস্ত করে দেন (২৫১) আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার বক্ষকে সংকীর্ণ, খুব সংকোচিত করে দেন (২৫২), যেন (সে) কারো দ্বারা জোরপূর্বক আস্‌মানের উপর আরোহণ করছে। আল্লাহ্ এরূপে শাস্তি আপতিত করেন যারা ঈমান আনেনা তাদের উপর।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ۚ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬. এবং এটাই (২৫৩) আপনার প্রতিপালকের সরল পথ। আমি আয়াতসমূহকে বিশদভাবে বিবৃত করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য।

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৭. তাদের জন্য নিরাপত্তার ঘর রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট এবং তিনিই তাদের প্রভু হন। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮. এবং যেদিন তিনি তাদের সবাইকে উঠাবেন এবং বলবেন, 'হে জিন্ সম্প্রদায়! তোমরা অনেক লোককে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছো (২৫৪)' এবং তাদের বন্ধু-মানুষগণ আরয করবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে একে অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছে (২৫৫) এবং আমরা আমাদের ঐ সময়সীমায় পৌঁছে গেছি যা আপনি আমাদের জন্য নির্দ্ধারণ করেছিলেন (২৫৬)।' (আল্লাহ্) বলবেন, 'আগুনই তোমাদের ঠিকানা, সর্বদা সেটার মধ্যে থাকো; কিন্তু যাকে আল্লাহ্ চান (২৫৭)। হে মাহবূব! নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

১৩০. এবং এরূপেই আমি যালিমদের একদলকে অন্য দলের উপর আধিপত্য দিয়ে থাকি বদলা স্বরূপ তাদের কৃতকর্মের (২৫৮)।

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾

রুকূ' - ষোল

১৩১. হে জিন্ ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূল আসেন নি, যাঁরা তোমাদের উপর আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতেন এবং তোমাদেরকে এ দিনের (২৫৯) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করতেন (২৬০)? (তারা) বলবে, 'আমরা আমাদের আত্মাগুলোর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছি (২৬১)।' এবং তাদেরকে

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ

টীকা-২৫৩. দ্বীন-ইসলাম

টীকা-২৫৪. তাদেরকে বিপথগামী করেছো এবং প্ররোচিত করেছো

টীকা-২৫৫. এভাবে যে, মানবগোষ্ঠী তাদের কু-প্রবৃত্তি ও নির্দেশঅমান্য জনিত পাপসমূহের মধ্যে তাদের নিকট থেকে সাহায্য পেয়েছো এবং জিন্‌গণ মানবগোষ্ঠীকে নিজেদের অনুগত করেছে, অবশেষে, সেটার মন্দ পরিনামও ভোগ করেছে।

টীকা-২৫৬. সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, ক্বিয়ামত-দিবস এসে গেছে এবং অনুতাপ ও লজ্জা রয়ে গেছে।

টীকা-২৫৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা) বলেছেন, "এ পৃথকীকরণ বাক্যে (استثناء) ঐসব লোকেরপ্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র অনন্ত জ্ঞানে একথা রয়েছে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্যতাকে স্বীকার করবে এবং জাহান্নাম থেকে (তাদেরকে) বের করা হবে।"

টীকা-২৫৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, "আল্লাহ্ যখন কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গল চান, তখন ভাল ও সৎ লোকদেরকে তাদের উপর প্রাধান্য দান করেন আর যদি অমঙ্গল চান, তবে অসৎ লোকদেরকে।" এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যে সম্প্রদায় যালিম হয় তাদের উপর যালিম বাদশাহ্‌র কর্তৃত্ব চেপে দেয়া হয়। সুতরাং যারা সেই যালিমের যুলুমের হাত থেকে রেহাই পেতে চায় তাদেরও উচিত যেন যুলুম পরিত্যাগ করে।

টীকা-২৫৯. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন।

টীকা-২৬০. এবং আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখাতেন?

টীকা-২৬১. কাফির জিন ও ইনসান একথা স্বীকার করবে যে, রসূল তাদের নিকট এসেছিলেন। আর তাঁরা মৌখিকভাবে পয়গাম পৌঁছিয়েছিলেন এবং

এই দিনে সম্মুখীন হবে- এমন অবস্থাদির ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু কাফিরগণ সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো এবং সেগুলোর উপর ঈমান আনেনি। কাফিরদের এ স্বীকারোক্তি ঐ সময়কার হবে যখন তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের শির্ক ও কুফরের সাক্ষ্য দেবে।

টীকা-২৬২. ক্বিয়ামত-দিবস খুব দীর্ঘায়িত হবে। তাতে বহু ধরনের অবস্থা সামনে আসবে। যখন কাফিরগণ মু'মিনদের সম্মান, পুরস্কার প্রাপ্তি ও উন্নত মর্যাদা দেখবে তখন তারা তাদের কৃত কুফর ও শির্ককে অস্বীকার করে বসবে। আর তাও এ ধারণায় যে, হয়ত অস্বীকার করলে কিছু উপকার হতে পারে। এরা বলবে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ "(আল্লাহ্, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না।)" তখন তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের কুফর ও শির্ক সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ: "তারা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফির ছিলো।"

الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝

পার্থিব জীবন প্রতারিত করেছে এবং নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফির ছিলো (২৬২)।

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ۝

১৩২. এটা (২৬৩) এ জন্য যে, তোমার প্রতিপালক বস্তিসমূহকে (২৬৪) যুলুমের কারণে ধ্বংস করেন না, যখন সেগুলোর অধিবাসীরা অনবহিত থাকে (২৬৫)।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৩৩. এবং প্রত্যেকের জন্য (২৬৬) তাদের কৃতকর্মের ফলশ্রুতিতে মর্যাদার স্তরসমূহ রয়েছে এবং তোমার প্রতিপালক তাদের কৃতকার্যাদি সম্পর্কে অনবহিত নন।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۝

১৩৪. এবং হে মাহবূব! আপনার প্রতিপালক বেপরোয়া, দয়াশীল। হে লোকেরা! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে পারেন (২৬৭) এবং যাকে চান তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমনিভাবে তোমাদেরকে অন্যান্যদের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন (২৬৮)।

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

১৩৫. নিশ্চয় যেটার তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে (২৬৯) তা অবশ্যই আগমনকারী এবং তোমরা ব্যর্থ করতে পারো না।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

১৩৬. বলুন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আপন স্থানে কাজ করতে থাকো, আমিও আমার কাজ করছি। সুতরাং এখন তোমরা জানতে চাচ্ছো কার জন্য থাকছে আখিরাতের ঘর; নিঃসন্দেহে যালিম সাফল্য পায়না।'

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ

১৩৭. এবং (২৭০) আল্লাহ্ যে ক্ষেত ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, সেটার মধ্যে তারা তাঁকে একটা অংশের প্রাপক সাব্যস্ত করেছে, তখন বললো, 'এটা আল্লাহ্‌রই, তাদের ধারণার মধ্যে এবং এটা আমাদের শরীকদের (দেবতাদের) (২৭১)।' সতরাং সেটা, যা

টীকা-২৬৩. অর্থাৎ রসূলগণের প্রেরিত হওয়া।

টীকা-২৬৪. তাদের দ্বারা নির্দেশ অমান্য করা এবং

টীকা-২৬৫. বরং রসূলগণ প্রেরিত হন; তাঁরা তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন, দলীলসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। এতদসত্ত্বেও যখন তারা গোঁড়ামী করে তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

টীকা-২৬৬. চাই সে সৎ হোক কিংবা অসৎ হোক। সৎকর্ম ও অসৎ কর্মের পৃথক পৃথক স্তর রয়েছে। সে অনুসারেই সাওয়াব ও শাস্তি হবে।

টীকা-২৬৭. অর্থাৎ ধ্বংস করতে

টীকা-২৬৮. এবং তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

টীকা-২৬৯. তা হচ্ছে- হয়ত ক্বিয়ামত অথবা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া অথবা হিসাব-নিকাশ কিংবা সাওয়াব ও শাস্তি

টীকা-২৭০. অন্ধকার যুগে মুশরিকদের প্রথা ছিলো যে, তারা তাদের ক্ষেতসমূহ ও গাছের ফলমূল এবং গবাদি পশু ও সমস্ত সম্পদের একটা অংশ আল্লাহ্‌র জন্য স্থির করে রাখতো আর একাংশ বোতগুলোর জন্য। সুতরাং যে অংশটা আল্লাহ্‌র জন্য নির্দ্দিষ্ট করতো সেটাতো অতিথি ও মিস্কীনদের জন্য ব্যয় করতো আর যা বোত্‌দের জন্য নির্দ্ধারিত করতো তা শুধু সেই বোত্‌গুলোর জন্য এবং সেগুলোর সেবকদের জন্য ব্যয় করতো। আর যে অংশ আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করতো, যদি তা থেকে কিছু বোতের অংশের সাথে মিশ্রিত হয়ে যেতো তবে তা বর্জন করতো। কিন্তু যদি বোতদের জন্য রাখা অংশের কিছু অংশ তাতে মিশ্রিত হতো, তবে সেটা পৃথক করে আবারো বোতের অংশের অন্তর্ভূক্ত করে নিতো। এ আয়াতে তাদের এ মূর্খতা ও বিবেকহীনতার কথা উল্লেখ করে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

টীকা-২৭১. অর্থাৎ বোতগুলোর জন্য।

টীকা-২৭২. এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের মূর্খতার মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। নি'মাতদাতা স্রষ্টার সম্মান ও মহিমার বিন্দুমাত্র পরিচিতিও তাদের নেই। আর বিবেকভ্রষ্টতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা প্রাণহীন মূর্তিগুলো এবং পাথরের আকৃতিগুলোকে দুনিয়ার মহান ব্যবস্থাপকের সমকক্ষ করে বসেছে। যেমনভাবে তাঁর জন্য অংশ নির্দিষ্ট করেছে তেমনি বোতগুলোর জন্যও নির্দিষ্ট করেছে। নিঃসন্দেহে, এটা খুবই হীন কাজ, চরম পর্যায়ের মূর্খতা এবং মহা ভুল ও ভ্রান্তিই। এরপর তাদের মূর্খতা ও গোমরাহীর জন্য একটা অবস্থায় কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

টীকা-২৭৩. এখানে 'শরীকগণ' বলতে সেসব শয়তানই উদ্দেশ্য, যাদের আনুগত্যের আগ্রহের মধ্যে মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও তাঁর নির্দেশ অমান্য করাকেও পছন্দ করতো এবং এমন সব ঘৃণ্য কাজ ও মূর্খতাসুলভ কর্ম সম্পাদন করতো যেগুলোকে কোন সুস্থ বিবেক গ্রহণ করতে পারে না; আর যেগুলো মন্দ হওয়া সম্বন্ধে সামান্যতম বিবেক সম্পন্ন লোকের মনেও সংশয় থাকতে পারেনা। মূর্তি পূজার কুফলের কারণে তারা এমন বিবেক ভ্রষ্টতার শিকার হয়েছে যে, তারা চতুষ্পদ পশুর চেয়েও অধম হয়ে গেছে। যেই সন্তানের প্রতি যে কোন প্রাণীরই স্বভাবগত স্নেহ ও মায়া-মমতা থাকে, শয়তানদের অনুসরণে সেই নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করাকেও তারা গ্রহণ করেছে এবং সেটাকে ভাল মনে করতে থাকে।

টীকা-২৭৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, "এসব লোক প্রথমে হযরত ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম)-এর দ্বীনের উপর ছিলো। শয়তানগণ তাদেরকে প্রতারিত করে এসব ভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে যাতে তাদেরকে হযরত ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম)-এর দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে দেয়।"

টীকা-২৭৫. অংশীবাদীরা তাদের কতেক গবাদি পশু ও ক্ষেতসমূহকে তাদের বাতিল উপাস্যদের নামে নির্দিষ্ট করে যে,

টীকা-২৭৬. এ গুলো থেকে ফায়দা অর্জন করা নিষিদ্ধ।

টীকা-২৭৭. অর্থাৎ বোতগুলোর সেবকগণ প্রমূখ।

টীকা-২৭৮. যেগুলোকে 'বহীরাহ্', 'সা-ইবাহ্' ও 'হামী' ★ বলা হয়;

টীকা-২৭৯. বরং এসব মূর্তির নামে যবেহ করে। আর এ সমস্ত কার্য সম্পর্কে এ ধারণা করে যে, তাদেরকে আল্লাহ্ই এর নির্দেশ দিয়েছেন।

لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿١٣٦﴾

তাদের শরীকদের জন্য, তাতো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছেনা এবং যা আল্লাহ্‌র জন্যই তা তাদের শরীকদের নিকট পৌঁছে। তারা কতোই মন্দ ফয়সালা দিচ্ছে (২৭২)!

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮. এবং এরূপে বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে তাদের 'শরীকগণ' সন্তান হত্যাকে শোভন করে দেখিয়েছে (২৭৩) যেন তাদেরকে ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের ধর্মকে তাদের নিকট সন্দেহপূর্ণ করে তোলে (২৭৪); এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা এমন করতোনা। সুতরাং আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন– তারা থাকুক এবং তাদের মিথ্যা রচনা।

وَقَالُوْا هٰذِهٖۤ أَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ إِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯. এবং তারা বললো (২৭৫), 'এসব গবাদি পশু ও ক্ষেত নিষিদ্ধ (২৭৬); এগুলোকে তারাই খাবে, যাকে আমরা ইচ্ছা করি;' তাদের মিথ্যা ধারণা অনুসারে (২৭৭)। এবং কতেক গবাদি পশু রয়েছে, যে গুলোর পৃষ্ঠে আরোহণ করা হারাম সাব্যস্ত করেছে (২৭৮); আর কতেক পশু যবেহ করার সময় তারা আল্লাহ্‌র নাম বলেনা (২৭৯); এসবই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করা। অনতিবিলম্বে তিনি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করবেন তাদের মিথ্যা রচনাদির।

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى أَزْوَاجِنَا ۚ وَإِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ۚ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾

১৪০. এবং তারা বলে, 'যা এসব গবাদি পশুর গর্ভে রয়েছে, তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্যই (২৮০) এবং তা আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম। আর যদি মৃত অবস্থায় বের হয় তবে তারা সবাই (২৮১) তাতে অংশীদার। শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের এসব উক্তির প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا

১৪১. ধ্বংস হয়েছে তারাই, যারা নিজেদের সন্তানকে হত্যা করে নির্বুদ্ধিতাসুলভ মূর্খতাবশতঃ (২৮২) এবং হারাম সাব্যস্ত করে ঐ বস্তুকে, যা

টীকা-২৮০. শুধু তাদেরই জন্য বৈধ যদি তা জীবিত জন্মগ্রহণ করে।

টীকা-২৮১. পুরুষ ও স্ত্রী।

টীকা-২৮২. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ অন্ধকার যুগের ঐসব লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আপন কন্যা সন্তানদেরকে অত্যন্ত পাষণ্ডতা ও নির্দয়তার সাথে জীবিত কবরস্থ করতো। 'রাবী'আহ' ও 'মুদার' ইত্যাদি গোত্রের মধ্যে এর অত্যধিক প্রচলন ছিলো। অন্ধকার যুগের কোন কোন লোক

★ এগুলোর সংজ্ঞা 'সূরা মা-ইদার' আয়াত ১০৩ নং এবং টীকা নং ২৪৬-এ দেখুন।

পুত্র সন্তানকেও হত্যা করতো। আর নিষ্ঠুরতার এ অবস্থা ছিলো যে, তারা কুকুরের লালন পালন করতো, কিন্তু সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করতো। তাদের সম্বন্ধে এ এরশাদ হয়েছে যে, 'তারা ধ্বংস হয়েছে।' এতে সন্দেহ নেই যে, সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র নি'মাত এবং তাদের ধ্বংসের ফলে নিজেদেরই সংখ্যা কমে যায় ও নিজেদের বংশ নিপাত যায়। এটা পার্থিব ক্ষতি এবং আপন ঘরের ধ্বংস। আর পরকালে এর উপর মহা শাস্তি রয়েছে। সুতরাং এ ঘৃণ্য কাজটা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েরই মধ্যে ধ্বংসের কারণ হলো এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংস করে ফেলারই শামিল। আর নিজের সন্তান-সন্ততির ন্যায় প্রিয় বস্তুর সাথে রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতাদুষ্ট আচরণ অবলম্বন করা চরম পর্যায়ের নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতাই।

টীকা-২৮৩. অর্থাৎ 'বহীরাহ, 'সা-ইবাহ্' ও 'হামী' ইত্যাদি, যেগুলোর কথা পূর্বে (সূরা মা-ইদার ১০৩নং আয়াত ও ২৪৬ নং টীকায়) উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-২৮৪. কেননা, তারা এ ধারণা করে যে, "এমন সব ঘৃণ্য কাজের নির্দেশ আল্লাহ্ দিয়েছেন।" তাদের এমন ধারণা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনারই শামিল।

টীকা-২৮৫. সত্য ও সঠিকের।

টীকা-২৮৬ (ক). যেমন তরমুজ ইত্যাদি।

টীকা-২৮৬ (খ). অর্থাৎ কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান, যেমন আংগুর বৃক্ষ ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিকা দিয়েছেন (২৮৩) আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে (২৮৪)। নিঃসন্দেহে তারা বিপথগামী হয়েছে এবং পথ পায়নি (২৮৫)।

رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاۤءً
عَلَى اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

রুকূ' – সতের

১৪২. এবং তিনিই হন, যিনি সৃষ্টি করেছেন উদ্যানসমূহ, কিছু যমীনের উপর ছাইয়ে আছে [২৮৬ (ক)] এবং কিছু ছাইয়ে নেই [২৮৬ (খ)] আর খেজুরবৃক্ষ ও ক্ষেত, যাতে রয়েছে রং বেরং-এর খাদ্য (২৮৭) এবং যায়তূন ও আনার– কোন কোন বিষয়ে একে অন্যের সাথে সদৃশ (২৮৮) এবং কোন কোন বিষয়ে বিসদৃশও (২৮৯)। আহার করো সেটার ফল যখন ফলবান হয় এবং সেটার প্রাপ্য প্রদান করো যেদিন তা কাটবে (২৯০); এবং অযথা ব্যয় করোনা (২৯১)। নিশ্চয়, অযথা ব্যয়কারী তাঁর পছন্দনীয় নয়।

وَهُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ
وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖۤ
اِذَاۤ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ
وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ

১৪৩. এবং গবাদিপশুর মধ্যে কতেক ভারবাহী এবং কতেক যমীনের উপর বিছানো (২৯২); আহার করো তা থেকে, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে জীবিকা দিয়েছেন এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا كُلُوْا
مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

টীকা-২৮৭. রং ও স্বাদে এবং পরিমাণ ও গন্ধে পরস্পর ভিন্ন

টীকা-২৮৮. যেমন, রং-এর মধ্যে কিংবা পাতাসমূহের দিক দিয়ে

টীকা-২৮৯. যেমন, স্বাদ ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে।

টীকা-২৯০. অর্থ হচ্ছে এ যে, এসব বস্তু যখন ফলবান হয়, খাওয়া তো তখন থেকেই তোমাদের জন্য 'মুবাহ্ (বৈধ) হয় এবং সেটার 'যাকাৎ' অর্থাৎ 'ওশর' (এক দশমাংশ) সেটা পূর্ণ হবার পর অপরিহার্য হয়- যখন শস্য কাটা হয় কিংবা ফল তোলা হয়।

মাস্‌আলাঃ কাঠ, বাঁশ ও ঘাস ব্যতিরেকে যমীনের অবশিষ্ট উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে যদি এসব উৎপন্ন দ্রব্য বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদিত হয় তবে তাতে "ওশর' (এক দশমাংশ পরিমাণ যাকাৎ হিসেবে দেয়া) ওয়াজিব হয়। আর যদি সেচ কার্য ইত্যাদি দ্বারা হয়, তবে 'ওশর'-এর অর্ধেক ($\frac{1}{20}$ অংশ) ওয়াজিব হয়।

টীকা-২৯১. হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররুহু) আরবী 'ইস্‌রাফ' (اسراف) শব্দের অনুবাদ করেছেন 'অযথা ব্যয় করা' (بیجا خرچ کرنا)। এটা অত্যন্ত উত্তম অনুবাদ। যদি কেউ সম্পূর্ণ সম্পদ ব্যয় করে ফেলে আর স্বীয় পরিবার-পরিজনকে কিছুই না দেয় এবং নিজেও দরিদ্র হয়ে বসে, তবে সুদ্দী'র অভিমত হচ্ছে– 'এ ব্যয় অযথা'। আর যদি 'সাদ্‌ক্বাহ' (দান-খায়রাত) থেকেই হস্তদ্বয় সংকোচিত করে ফেলে তবে এটাও 'অযথা ব্যয়' ও 'ইস্‌রাফ'-এর অন্তর্ভুক্ত; যেমন, হযরত সা'ঈদ ইব্‌নে মুসাইয়্যাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) বলেছেন। হযরত সুফিয়ানের অভিমত হচ্ছে- আল্লাহ্‌র আনুগত্য ছাড়া অন্যান্য কাজে যে ধন ব্যয় করা হয় তা যদিও স্বল্প হয় তবুও তা হবে 'ইস্‌রাফ'। ইমাম যুহ্‌রী'র অভিমত হচ্ছে– এর অর্থ এ যে, "আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্যজনিত পাপ কাজে ব্যয় করোনা।" হযরত মুজাহিদ বলেছেন– আল্লাহ্‌র হক বা প্রাপ্য খাতে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হওয়াই 'ইস্‌রাফ'। আর যদি 'আবূ ক্বোবায়স' পাহাড় স্বর্ণে রূপান্তরিত হয় আর তা সম্পূর্ণই আল্লাহ্‌র রাহে খরচ করে তবুও তা 'ইস্‌রাফ' বা অযথা ব্যয় হবে না। আর যদি একটা মাত্র দিরহামও আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্যজনিত পাপকার্যে ব্যয় করা হয়, তবে তাও 'ইস্‌রাফ' বা 'অযথা খরচ'।

টীকা-২৯২. চতুষ্পদ প্রাণী দু'ধরণের হয়ে থাকে। যথা– কিছু সংখ্যক হয় বড় আকারের, যেগুলো তার বহনের কাজে আসে। কিছু সংখ্যক হয় ছোট আকারের; যেমন– ছাগল ইত্যাদি, যেগুলো এর উপযোগী নয়। সেগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন, সেগুলো আহার করো। আর অন্ধকার যুগের লোকদের ন্যায় আল্লাহ্‌র হালালকৃত বস্তুসমূহকে হারাম সাব্যস্ত করোনা।

টীকা-২৯৩. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা না ভেঁড়া-ছাগলের নর জাতিকে হারাম করেছেন, না সেগুলোর মাদি জাতিকে হারাম করেছেন; না সেগুলোর বাচ্চা-শাবকগুলোকে। তোমাদের কাজই হচ্ছে এই যে, কখনো নরকে হারাম সাব্যস্ত করছো, কখনো মাদিকে, কখনো আবার সেগুলোর বাচ্চা-শাবককে। এসব তোমাদের নিজেদেরই নতুন আবিষ্কার এবং রিপুর কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ মাত্র। কোন হালাল বস্তুকে কেউ হারাম করলে তা হারাম হয় না।

টীকা-২৯৪. এ আয়াতে অন্ধকার যুগের লোকদের তিরস্কার করা হয়েছে। যারা নিজেদের পক্ষ থেকে হালাল বস্তুসমূহকে হারাম সাব্যস্ত করে নিতো। সেগুলোর উল্লেখ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে করা হয়েছে। যখন ইস্লামে দ্বীনী বিধি-নিষেধ বিবৃত হলো, তখন তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। আর তাদের 'খতীব' (ধর্মীয় বক্তা) মালিক ইব্নে 'আউফ জাশ্মী বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমরা শুনেছি আপনি ঐ সমস্ত বস্তুকে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন, যে গুলো আমাদের পিতৃপুরুষগণ পালন করে আসছে।" হুযূর এরশাদ করলেন, "তোমরা কোন প্রমাণ ব্যতিরেকেই কয়েক প্রকার চতুষ্পদ জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছো। আর আল্লাহ্ তা'আলা আটটা নর ও মাদিকে স্বীয় বান্দাদের আহার করার ও সেগুলো থেকে তাদের ফায়দা উঠানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কোত্থেকে সেগুলোকে হারাম করেছো? সেগুলোর মধ্যে 'নিষেধ' কি নরের দিক থেকে এসেছে, না মাদির দিক থেকে?" মালিক ইবনে আউফ এ কথা শুনে নির্বাক ও হতভম্ব হয়ে রইলো। কিছুই বলা তার পক্ষে সম্ভবপর হলোনা। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, "বলছো না কেন?" বলতে লাগলো, "আপনিই বলুন, আমি শুনবো।"

সুব্হানাল্লাহ্ (আল্লাহ্রই পবিত্রতা)! বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র বাণীর শক্তি ও জোর অন্ধকার যুগের খতীবকে নির্বাক ও হতভম্ব করে দিয়েছে! কি-ই বা বলতে পারতো সে! যদি বলতো যে, 'নরের দিক থেকে নিষেধ এসেছে; তখন একথা বলা অনিবার্য হয়ে যেতো যে, 'সমস্ত নরই হারাম।' আর যদি বলতো যে, 'মাদির দিক থেকে (নিষেধ এসেছে), তখন একথা বলা অনিবার্য হয়ে যেতো যে, 'প্রত্যেক মাদিই হারাম বা নিষিদ্ধ।' আর যদি বলতো যে, 'যা গর্ভে আছে তা নিষিদ্ধ'; তবে সবগুলোই তো হারাম হয়ে যেতো। কেননা, যা গর্ভে থাকে তা হয়ত নর হয়, অথবা মাদি। তারা যেই বৈশিষ্ট্যসমূহ স্থির করতো এবং কতেককে হালাল এবং কতেককে হারাম সাব্যস্ত করতো– এ দলীল তাদের সেই হারাম করার দাবীকে নাকচ করে দিয়েছে। এতদ্ব্যতীত, তাদেরকে একথা জিজ্ঞাসা করা যে, 'আল্লাহ্ নরকে হারাম করেছেন, না মাদিকে! কিংবা সেগুলোর বাচ্চা-শাবককে!' এ নবূয়তের অস্বীকারকারী ও বিরোধিতাকারীকে নবূয়তের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য করতো। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত নবূয়তের মাধ্যম না থাকে ততক্ষণ যাবৎ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা এবং তাঁর কোন বস্তুকে হারাম করা সম্পর্কে কীভাবে জানা যেতে পারে? সুতরাং পরবর্তী বাক্য সেটাকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

১৪৪. আটটা নর ও মাদি– এক জোড়া ভেঁড়ার ★ এবং এক জোড়া ছাগলের। আপনি বলুন, 'তিনি কি নর দু'টিকে হারাম করেছেন কিংবা মাদি দু'টিকে, অথবা ওটাকে, যা মাদি দু'টি গর্ভে ধারণ করেছে (২৯৩)? কোন জ্ঞান দ্বারা বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٤٣﴾

১৪৫. এবং এক জোড়া উটের এবং এক জোড়া গরুর। আপনি বলুন, 'তিনি কি নর দু'টি হারাম করেছেন, অথবা মাদি দু'টিকে, কিংবা ওটাকে, যা মাদি দু'টি গর্ভে ধারণ করেছে (২৯৪)? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন (২৯৫)?' সুতরাং তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, যেন লোকদেরকে নিজ মূর্খতা দ্বারা পথভ্রষ্ট করে? নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ যালিমদেরকে পথ দেখান না।

وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٤﴾

রুকূ' – আঠার

১৪৬. আপনি বলুন (২৯৬), 'আমি পাচ্ছিনা সেটার মধ্যে, যা আমার প্রতি ওহী হয়েছে যে, কোন আহারকারীর উপর কোন খাদ্য নিষিদ্ধ (২৯৭);

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ

টীকা-২৯৫. যখন এটা নয়; এবং নবূয়তকেও তো স্বীকার করছোনা, তখন এ হারামের বিধানসমূহকে আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত করা মিথ্যা, বাতিল এবং নিরেট অপবাদ মাত্র।

টীকা-২৯৬. সেই অজ্ঞ মুশরিকদেরকে, যারা হালাল বস্তুসমূহকে নিজেদের রিপুর তাড়নায় হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছে,

টীকা-২৯৭. এতে সতর্কবাণী রয়েছে যে, কোন বস্তুর হারাম হওয়া শরীয়তের দিক থেকেই প্রমাণিত হয়; কারো রিপুর কু-প্রবৃত্তি দ্বারা নয়।

মাস্আলাঃ সুতরাং যে বস্তুর হারাম হবার বিধান শরীয়তের মধ্যে আসেনি সেটাকে হারাম বা অবৈধ বলা বাতিল। 'হারাম প্রমাণিত হওয়া' হয়ত পবিত্র

★ ضَاْن শব্দের অর্থ– ভেঁড়া ও দুম্বা উভয়ই।

ক্বোরআনের ওহী দ্বারা হবে কিংবা হাদীস শরীফের ওহী দ্বারা হবে। এটাই গ্রহণযোগ্য।

টীকা-২৯৮. সুতরাং যেই রক্ত প্রবহমান নয়, যেমন– কলিজা ও প্লীহা; তা হারাম নয়।

إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

কিন্তু মৃত হলে, অথবা শিরা-উপশিরা থেকে প্রবহমান রক্ত (২৯৮), অথবা শূকরের মাংস– ওটা অপবিত্র, অথবা ঐ অবাধ্যতার পশু, যাকে যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়েছে।' সুতরাং, যে নিরুপায় হয়েছে (২৯৯), এমন নয় যে, নিজেই তাতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং এমনও নয় যে, প্রয়োজনীয়তার সীমা লংঘন করে; তাহলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৩০০)।

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭. এবং ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম প্রত্যেক নখ-বিশিষ্ট পশু (৩০১) এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম; কিন্তু যা সেগুলোর পিঠের মধ্যে লেগে থাকে, অথবা অন্ত্র কিংবা অস্থির সাথে সংলগ্ন থাকে। আমি এটা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার প্রতিফল দিয়েছি (৩০২) এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আমি সত্যবাদী।

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَٰسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُۥ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮. অতঃপর যদি তারা আপনাকে অস্বীকার করে, তবে আপনি বলুন, 'তোমাদের প্রতিপালক ব্যাপক দয়াময় (৩০৩) এবং তাঁর শাস্তি অপরাধীদের উপর থেকে রদ্দ করা হয় না। (৩০৪)।'

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَىْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا۟ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

১৪৯. এখন মুশরিকগণ বলবে (৩০৫), 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে না আমরা শির্ক করতাম, না আমাদের পিতৃ পুরুষগণ; না আমরা কোন কিছু হারাম সাব্যস্ত করতাম (৩০৬)।' এ রূপেই, তাদের পূর্ববর্তীগণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। শেষ পর্যন্ত আমার শাস্তি ভোগ করেছে (৩০৭)। আপনি বলুন, 'তোমাদের নিকট কি কোন জ্ঞান আছে যে, তা আমার নিকট পেশ করতে পারো? তোমরা তো নিছক কল্পনারই অনুসরণ করেছো; এবং তোমরা এভাবেই অনুমান করছো (৩০৮)।'

قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَٰلِغَةُ ۖ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. আপনি বলুন, 'আল্লাহ্‌রই দলীল চূড়ান্ত (৩০৯)। সুতরাং তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতেন।'

টীকা-২৯৯. এবং প্রয়োজনীয়তা তাকে ঐসব বস্তু থেকে কোন একটা ভক্ষণ করতে বাধ্য করে, এমতাবস্থায় নিরুপায় হয়ে সে কিছু আহার করেছে,

টীকা-৩০০. সে জন্য পাকড়াও করবেন না।

টীকা-৩০১. যার আঙ্গুল রয়েছে, চাই সেটা চতুষ্পদ প্রাণী হোক, চাই পাখী হোক। এদের মধ্যে উট এবং উটপাখীও অন্তর্ভুক্ত। (মাদারিক)

কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, এখানে উটপাখী, হাঁস এবং উটই বিশেষভাবে বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩০২. ইহুদী সম্প্রদায়কে তাদের গোঁড়ামীর কারণে ঐসব বস্তু থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সুতরাং এসব বস্তু তাদের উপর হারামই রয়েছে এবং আমাদের শরীয়তে গরু ও ছাগলের চর্বি এবং উট, হাঁস ও উটপাখী হালাল। এরই উপর সাহাবা কেরাম ও তাবে'ঈগণের 'ঐকমত্য' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহমদী)

টীকা-৩০৩. মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদেরকে অবকাশ দেন; শাস্তি প্রদানে তাড়াতাড়ি করেন না, যাতে তারা ঈমান আনার সুযোগ পায়।

টীকা-৩০৪. সেটার নির্দ্ধারিত সময়েই এসে যায়।

টীকা-৩০৫. এটা অদৃশ্যের সংবাদ যে, যে কথা তাঁর বলার ছিলো তা পূর্বে বলে দিয়েছেন।

টীকা-৩০৬. "আমরা যা কিছু করেছি সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হয়েছে। এটা প্রমাণ এ কথার যে, তিনি এতে সন্তুষ্ট রয়েছেন।"

টীকা-৩০৭. এবং এ অজুহাত বাতিল; তাদের কোন কাজে আসেনি। কেননা, কোন বিষয় ইচ্ছাধীন থাকা তাঁর সন্তুষ্টি এবং নির্দেশিত হবার জন্য জরুরী নয়। সন্তুষ্টি সেটাতেই, যা নবীগণের মাধ্যমে বলা হয়েছে এবং যেটার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

টীকা-৩০৮. এবং ভুল অনুমানই করে যাচ্ছো।

টীকা-৩০৯. যে, তিনি রসূল প্রেরণ করেছেন, কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন এবং সত্য পথ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

টীকা-৩১০. যেটা তোমরা নিজেদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করছো এবং বলছো যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সেটার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সাক্ষ্য এ জন্য তলব করা হয়েছে যেন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাফিরদের নিকট কোন সাক্ষী নেই এবং তারা যা বলে তা তাদের মনগড়া কথাবার্তা।

টীকা-৩১১. এতে সতর্ক করা হয় যে, যদি এ সাক্ষ্য সম্পন্নও হয় তবুও সেটা নিছক রিপুর কু-প্রবৃত্তিরই অনুসরণ, মিথ্যা এবং বাতিল হবে।

টীকা-৩১২. মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে মান্য করে এবং শির্কের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে।

টীকা-৩১৩. তার বিবরণ হচ্ছে এটা-

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ
أَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَإِن شَهِدُوا فَلَا
تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْاٰخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫১. আপনি বলুন, 'হাযির করো নিজেদের ঐসব সাক্ষীকে, যারা এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ সেটা নিষিদ্ধ করেছেন (৩১০)।' অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দিয়ে বসে (৩১১), তবে তুমি, হে শ্রোতা! তাদের সাথে সাক্ষ্য দিওনা এবং তাদের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করোনা, যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনেনা এবং নিজেদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় (৩১২)।

রুকূ' - উনিশ

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ
عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَ
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُم
مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ
وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى
حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُم
بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

১৫২. আপনি বলুন, 'এসো! আমি তোমাদেরকে পড়ে শুনাবো যা তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালক হারাম করেছেন (৩১৩); তোমরা তাঁর কোন শরীক করবেনা; এবং মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো (৩১৪) এবং তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা দারিদ্রের কারণে; আমি তোমাদেরকে এবং তাদের সবাইকে জীবিকা দেবো (৩১৫); এবং অশ্লীল কাজকর্মের নিকটে যেওনা, যা সেগুলোর মধ্যে প্রকাশ্য রয়েছে এবং যা গোপন (৩১৬); এবং যেই জীবের হত্যা আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন সেটাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করোনা (৩১৭)।' এটা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমাদের সুবোধোদয় হয়।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِى
هِىَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا

১৫৩. এবং এতিমদের সম্পত্তির নিকটে যেওনা, কিন্তু (যাবে) খুব উত্তম পন্থায় (৩১৮) যে পর্যন্ত সে যৌবনে উপনীত হয় (৩১৯); এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করো; আমি কোন ব্যক্তির উপর বোঝা অর্পণ করিনা, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ; এবং তোমরা যখন একথা বলবে তখন ন্যায্যই বলবে যদিও

টীকা-৩১৪. কেননা, তোমাদের উপর তাদের অনেক অধিকার রয়েছে। তাঁরা তোমাদেরকে লালন-পালন করেছেন, তোমাদের সাথে স্নেহ ও দয়াপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং তোমাদেরকে প্রত্যেক বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। কাজেই, তাঁদের প্রাপ্য ও অধিকারের প্রতি লক্ষ্য না রাখা এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার বর্জন করা হারাম।

টীকা-৩১৫. এতে সন্তানদেরকে জীবিত কবরস্থ করা এবং হত্যা করার নিষেধ বিবৃত হয়েছে, যা অন্ধকার যুগের প্রথা ছিলো। তারা প্রায়শঃ দারিদ্রের ভয়ে সন্তানদের হত্যা করতো। তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের, তাদের- সবারই জীবিকাদাতা হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। কাজেই, তোমরা কেন হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ অবলম্বন করছো?

টীকা-৩১৬. কেননা, মানুষ যখন প্রকাশ্য ও বাহ্যিক পাপাচার থেকে বিরত হয় এবং গোপন পাপাচার থেকে বিরত হয়না, তখন তার প্রকাশ্য পাপাচার থেকে বিরত থাকাও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হয়না; বরং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই এবং তাদের সমালোচনা থেকে বাঁচার জন্যই হয়ে থাকে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের উপযোগী সেই হয়, যে তাঁরই ভয়ে পাপাচার বর্জন করে।

টীকা-৩১৭. ঐসব বিষয়, যেগুলোর কারণে হত্যা বৈধ হয়, সেগুলো হচ্ছে- ধর্মত্যাগী হওয়া, খুনের বদলে (ক্বিসাস) কিংবা বিবাহিতের দ্বারা কৃত ব্যভিচার (যিনা)।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান, যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর সাক্ষ্য দেয়, তার খুন হালাল নয়; কিন্তু এ তিনটা কারণ থেকে কোন একটা কারণে (হালাল। সেগুলো হচ্ছে-) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যদি তার দ্বারা 'যিনা' (ব্যভিচার) সংঘটিত হয়ে থাকে, অথবা সে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে থাকে এবং তার 'ক্বিসাস' তার উপর বর্তায় কিংবা সে ধর্ম ছেড়ে দিয়ে 'মুরতাদ্দ' (দ্বীন-ইসলাম ত্যাগী) হয়ে যায়।

টীকা-৩১৮. যাতে তার উপকার হয়

টীকা-৩১৯. তখনই তার সম্পত্তি তাকে সোপর্দ করো।

টীকা-৩২০. এ দু'টি আয়াতে যেই নির্দেশ দিয়েছেন।

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

তোমাদের স্বজনের মামলা হয়; এবং আল্লাহ্‌রই অঙ্গীকার পূর্ণ করো; এটা তোমাদেরকে তাকীদ দিয়েছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. এবং এ যে (৩২০), এটাই হচ্ছে- আমার সরল পথ। সুতরাং সেটার অনুসরণ করো এবং ভিন্ন পথে চলোনা (৩২১); যাতে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তিনি তোমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন যেন তোমরা খোদাভীতি অর্জন করো।

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫. অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম (৩২২) পূর্ণ অনুগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তাদেরই উপর, যারা সৎকর্মপরায়ণ এবং প্রত্যেক কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ নির্দেশনা দয়া রূপে; যেন তারা (৩২৩) তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের উপর ঈমান আনে (৩২৪)।

রুকূ' - বিশ

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬. এ বরকতময় কিতাব (৩২৫) আমি নাযিল করেছি; সুতরাং সেটার অনুসরণ করো এবং সতর্কতা অবলম্বন করো যেন তোমাদের উপর দয়া হয়।

أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾

১৫৭. কখনো একথা বলবে যে, 'কিতাব তো আমাদের পূর্বে দু'সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলো (৩২৬); আমাদের নিকট তাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে কোন খবরই ছিলোনা (৩২৭)!'

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮. অথবা বলবে যে, 'যদি আমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ হতো তবে আমরা তাদের চেয়ে অধিক সঠিক পথের উপর থাকতাম (৩২৮)।' অতঃপর তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের স্পষ্ট দলীল, পথ-নির্দেশনা ও দয়া এসেছে (৩২৯)। অতঃপর তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? অনতিবিলম্বে ঐসব লোক, যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, আমি তাদেরকে মহা আযাবের সাজা দেবো, প্রতিফল স্বরূপ তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ায়।

هَلْ يَنظُرُونَ

১৫৯. (তারা) কিসের অপেক্ষায় রয়েছে (৩৩০)?

টীকা-৩২১. যা ইসলামের পরিপন্থী হয়- তা ইহুদীবাদ হোক, কিংবা খৃষ্টবাদ অথবা অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদই হোক।

টীকা-৩২২. তাওরীত।

টীকা-৩২৩. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায়।

টীকা-৩২৪. এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ, সাওয়াব ও শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের কথা সত্য বলে স্বীকার করে।

টীকা-৩২৫. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ, যা অধিক মঙ্গলময়, অত্যধিক উপকারী, অধিক বরকতময় এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। আর বিকৃতি, পরিবর্তন ও রহিত হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে।

টীকা-৩২৬. অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় দু'টির উপর তাওরীত ও ইঞ্জীল।

টীকা-৩২৭. কেননা, তা আমাদের ভাষার মধ্যেই ছিলোনা, না আমাদেরকে কেউ সেটার অর্থ বলে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন করীম নাযিল করে তাদের এ অজুহাতকে নাকচ করে দিয়েছেন।

টীকা-৩২৮. কাফিরদের একটা দল বলেছিলো, "ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তারা অশুভ বুদ্ধির মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে; সেই কিতাবাদি দ্বারা উপকৃত নি। আমরা তাদের মতো হালকা বিবেকসম্পন্ন ও অজ্ঞ নই। আমাদের বিবেক শুদ্ধ। আমাদের বুদ্ধি ও মেধা, বুঝশক্তি ও দূরদর্শিতা এমনই যে, যদি আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হতো তবে আমরা সঠিক পথে থাকতাম।" ক্বোরআন করীম অবতীর্ণ করে তাদের এ অজুহাতও নাকচ করে দিয়েছেন। সুতরাং পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৩২৯. অর্থাৎ এ পবিত্র ক্বোরআন, যার মধ্যে সুস্পষ্ট দলীল, স্পষ্ট বর্ণনা, পথ-নির্দেশনা ও দয়া রয়েছে।

টীকা-৩৩০. যখন 'একত্ববাদ' ও 'রিসালত'-এর উপর অকাট্য প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হলো এবং কুফর ও ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাসসমূহের বাতুলতা প্রকাশ করে দেয়া হলো, তখন ঈমান আনতে বিলম্ব কিসের? অপেক্ষা করারও কি বাকী রয়েছে?

টীকা-৩৩১. তাদের রূহ কব্জ করার জন্য;

টীকা-৩৩২. ক্বিয়ামতের নিদর্শনসমূহ থেকে। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এ নিদর্শন বলতে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবার কথাই বুঝায়। তিরমিযী শরীফের হাদীসেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবেনা যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে না। আর যখন তা পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং লোকেরা তা দেখতে পাবে তখন সবাই ঈমান নিয়ে আসবে; কিন্তু এ ঈমান আনা উপকারে আসবে না।

টীকা-৩৩৩. অর্থাৎ আনুগত্য করেনি। অর্থ এ যে, ক্বিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশ পাবার পূর্বে যে ব্যক্তি ঈমান আনবে না, নিদর্শন প্রকাশের পর তার ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে, নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে যে তাওবা করবে না, নিদর্শন প্রকাশ পাবার পর তা গ্রহণ করা হবেনা। কিন্তু যেই ঈমানদার পূর্ব থেকেই সৎকাজ করে থাকতো ক্বিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশ পাবার পরও তার কর্ম গ্রহণযোগ্য হবে।

টীকা-৩৩৪. সেগুলো থেকে যে কোন একটার। অর্থাৎ মৃত্যুর ফিরিশ্তাগণের আগমন কিংবা শাস্তি অথবা নিদর্শন প্রকাশ পাবার,

টীকা-৩৩৫. ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো, হাদীস শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়- ইহুদীগণ একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে মাত্র একটা দল মুক্তি পাবে। অবশিষ্ট সমস্ত দলই জাহান্নামী। আর খৃষ্টানগণ বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যেও মাত্র একটা দল মুক্তি পাবে, অবশিষ্ট সবই দোযখী। আর আমার উম্মতগণ তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তারা সবাই জাহান্নামী হবে কিন্তু একটা মাত্র দল; তারাই হচ্ছে 'সাওয়াদ-ই-আযম' অর্থাৎ 'বৃহত্তম দল'।★ অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, (মুক্তিপাবার যোগ্য বৃহত্তম দল হচ্ছে) 'যারা আমি এবং আমার সাহাবীগণের পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।' ★★

টীকা-৩৩৬. এবং পরকালে তারা তাদের কৃতকর্মের পরিণাম সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে।

টীকা-৩৩৭. অর্থাৎ যে একটা সৎকাজ করবে তাকে দশটা সৎকাজের প্রতিদান দেয়া হবে এবং এটাও চূড়ান্ত সীমা নির্দ্ধারণের পদ্ধতি অনুসারে নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যত চান ততই তার সৎকর্মসমূহের প্রতিদান বৃদ্ধি করবেন; একটার প্রতিদান সাতশ গুণও করবেন কিংবা অগণিত দান করবেন। মূলকথা হচ্ছে এ যে, সৎকর্মসমূহের প্রতিদান নিরেট অনুগ্রহই। এটা হচ্ছে- 'আহলে সুন্নাত'-এর অভিমত। আর অপকর্মের এতটুকু শাস্তিও তাঁর ইন্সাফ।

টীকা-৩৩৮. অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম, যা আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য।

টীকা-৩৩৯. এ'তে ক্বোরাইশ গোত্রীয় কাফিরদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে, যারা এ ধারণা করতো যে, তারা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর দ্বীনের

إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ
أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ
يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ
نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ
قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ إِيْمَانِهَا خَيْرًا
قُلِ انْتَظِرُوْٓا إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

কিন্তু এরই যে, তাদের নিকট ফিরিশ্তারা আসবে (৩৩১); অথবা আপনার প্রতিপালকের শাস্তি, অথবা আপনার প্রতিপালকের একটা নিদর্শন আসবে (৩৩২)। যেদিন আপনার প্রতিপালকের সেই একটা নিদর্শন আসবে, সেদিন কোন ব্যক্তির ঈমান আনা কোন কাজে আসবেনা, যে প্রথমে ঈমান আনেনি অথবা স্বীয় ঈমানের মধ্যে কোন মঙ্গল অর্জন করেনি (৩৩৩)। আপনি বলুন, 'অপেক্ষা করো (৩৩৪), আমিও অপেক্ষা করছি।'

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا
لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى
اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৬০. ঐসব লোক, যারা আপন দ্বীনের মধ্যে পৃথক পৃথক রাস্তা বের করেছে এবং কয়েক দলে বিভক্ত হয়েছে (৩৩৫), হে মাহবূব! তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের মামলা আল্লাহ্রই হাতে সোপর্দকৃত। অতঃপর তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করছিলো (৩৩৬)।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ أَمْثَالِهَا
وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى إِلَّا
مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬১. যে কেউ একটা সৎকর্ম করবে, তবে তার জন্য তদনুরূপ দশগুণ রয়েছে (৩৩৭) আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে, তবে প্রতিফল মিলবেনা, কিন্তু সেটারই সমান; এবং তাদের উপর অত্যাচার করা হবেনা।

قُلْ إِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْٓ إِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ
حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬২. আপনি বলুন, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে সোজা পথ দেখিয়েছেন (৩৩৮); সঠিক দ্বীন, ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ, যিনি সমস্ত বাতিল থেকে পৃথক ছিলেন এবং মুশরিক ছিলেন না (৩৩৯)।'

★ 'আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আত'।

★★ তাঁরাও হলেন- 'সুন্নী মতাদর্শের অনুসারীরাই'।

উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) মুশরিক ও মূর্তি পূজারী ছিলেন না।" কাজেই, মূর্তি পূজারী মুশরিকদের এ দাবী করা যে, তারা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর ধর্মাদর্শের উপর রয়েছে, বাতিল।

টীকা-৩৪০. 'তিনি সর্বপ্রথম' এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, নবীগণের ইসলাম তাঁদের উম্মতগণের 'ইসলাম'-এর অগ্রণী হয়ে থাকে; অথবা এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 'সর্বপ্রথম সৃষ্টি'। সুতরাং নিশ্চয় তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমান।

১৬৩. আপনি বলুন, 'নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার ক্বোরবানীসমূহ, আমার জীবন এবং আমার মরণ– সবই আল্লাহ্র জন্য, যিনি প্রতিপালক সমগ্র জাহানের;

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১৬৪. তাঁর কোন শরীক নেই; আমার প্রতি এটাই হুকুম হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম মুসলমান (৩৪০)।'

لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

১৬৫. আপনি বলুন, 'আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য প্রতিপালক খুঁজবো? অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক (৩৪১)। এবং যে কেউ কিছু অর্জন করবে তা তারই যিম্মায় থাকবে; এবং কোন বোঝা বহনকারী ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবেনা (৩৪২)। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৩৪৩), তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করে আসছিলে।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

১৬৬. এবং তিনিই হন, যিনি পৃথিবীতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন (৩৪৪) এবং তোমাদের মধ্যে একেক অপরের উপর বহু মর্যাদায় উন্নীত করেছেন (৩৪৫) যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয় (৩৪৬) ঐসব বিষয়ের মধ্যে, যেগুলো তোমাদেরকে দান করেছেন; নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের বেশীক্ষণ সময় লাগেনা শাস্তি প্রদানে এবং নিঃসন্দেহে তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময়। ★

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

টীকা-৩৪১. শানে নুযূলঃ কাফিরগণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলেছিলো, "আপনি আমাদের ধর্মের দিকে ফিরে আসুন, আমাদের উপাস্যগুলোর উপাসনা করুন!" হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, "ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ্ বলে থাকতো, "আমার পথ অবলম্বন করুন! এতে যদি কোন পাপ হয় তবে তা আমারই কাঁধে (নিলাম)।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, সেই পথ বাতিল। আল্লাহ্র পরিচিতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিভাবে একথা সহ্য করতে পারে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিপালক বলা হবে? এবং 'কারো গুনাহ্ অপর কেউ বহন করতে পারবে'– এটাও বাতিল।

টীকা-৩৪২. প্রত্যেকে স্বীয় পাপের জন্যই গ্রেফতার হবে, অপরের পাপের জন্য নয়।

টীকা-৩৪৩. ক্বিয়ামত দিবসে,

টীকা-৩৪৪. কেননা, বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) শেষ নবী হন। তাঁর পরে কোন নবী নেই এবং তাঁর উম্মতই সর্বশেষ উম্মত। এ জন্যই তাঁদেরকে দুনিয়ার মধ্যে পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধি করেছেন, যাতে তাঁরা সেটার মালিক হন এবং তাতে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

টীকা-৩৪৫. গড়ন ও আকৃতিতে, সৌন্দর্যে, জীবিকা ও সম্পদে, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে, ক্ষমতা ও পূর্ণতায়।

টীকা-৩৪৬. অর্থাৎ এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেন যে, তোমরা নি'মাত, পদমর্যাদা এবং সম্পদ পেয়ে কেমন কৃতজ্ঞ হও এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে কি ধরণের আচরণ করো। ★

****

★ সূরা 'আন্'আম' সমাপ্ত।

টীকা-১. এ সূরা মক্কা মুকাররমায় অবতীর্ণ হয়েছে। অপর এক বর্ণনা মতে, এ সূরা মক্কী, পাঁচটা আয়াত ব্যতীত, যেগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াত হচ্ছে- وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِى الآية । এ সূরায় দু'শ ছয়টি আয়াত, চব্বিশটি রুকূ', তিন হাজার তিনশ পঁচিশটি পদ এবং চৌদ্দ হাজার দশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. এ ধারণায় যে, সম্ভবতঃ লোকেরা মানবেনা, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং সেটার অস্বীকৃতির দিকে ধাবিত হবে,

টীকা-৩. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ, যার মধ্যে পথ-নির্দেশনা ও আলোর বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম যাজ্জাজ বলেছেন, "অনুসরণ করো ক্বোরআন শরীফের এবং সেটারই, যা নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন। কেননা, এসব আল্লাহ্রই নাযিলকৃত। যেমন ক্বোরআন শরীফে এরশাদ হয়েছে-

مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ الآية

অর্থাৎ "যা কিছু রসূল তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।"

টীকা-৪. এখন আল্লাহ্র নির্দেশের অনুসরণ পরিত্যাগ করা এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণামসমূহ পূর্ববর্তী জাতিগুলোর অবস্থাদির মধ্যে দেখানো হচ্ছে।

টীকা-৫. অর্থ এ যে, আমার শাস্তি এমন সময়ে এসেছিলো যখন এ সম্পর্কে তাদের ধারণাই ছিলোনা অথবা রাতের বেলায়ই ছিলো। আর তারা আরামের নিদ্রায় বিভোর ছিলো। অথবা তা ছিলো দিন দুপুরে শয়নের সময় এবং তারা আরামে লিপ্ত ছিলো। না শাস্তি অবতরণের কোন পূর্বাভাস ছিলো; না কোন চিহ্ন, যাতে তারা পূর্ব থেকে সতর্ক হতে পারতো। হঠাৎ করেই এসে পড়লো। এটা দ্বারা

সূরা আ'রাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আ'রাফ মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২০৬ রুকূ'-২৪

রুকূ' - এক

১. আলিফ, লাম, মীম, সোয়াদ।

الٓمّٓصٓ ①

২. হে মাহবূব, একটা কিতাব আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যেন আপনার মনে এটা সম্পর্কে কোন সঙ্কোচ না থাকে (২), এ জন্য যে, আপনি তা দ্বারা সতর্ক করবেন এবং তা মুসলমানদের জন্য উপদেশ।

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ②

৩. হে লোকেরা, এটার উপরই চলো, যা তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে (৩) এবং সেটাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য হুকুমদাতাদের অনুসরণ করোনা। তোমরা খুবই কম বুঝে থাকো।

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ③

৪. কতো জনপদই আমি ধ্বংস করেছি (৪)! অতঃপর তাদের উপর আমার শাস্তি রাতের বেলায় এসেছিলো, অথবা যখন তারা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত ছিলো (৫)।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ④

৫. অতঃপর তখন তাদের মুখ থেকে কিছুই নিঃসৃত হয়নি যখনই আমার শাস্তি তাদের উপর এসেছিলো, কিন্তু (তারা) এটাই বলে উঠলো, 'আমরা যালিম ছিলাম' (৬)।

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑤

টীকা-১০. এভাবে যে, আল্লাহ্, আয্‌যা ওয়া জাল্লা, একটা 'মীযান' বা দাঁড়ি পাল্লা' দাঁড় করাবেন, যার প্রতিটা পাল্লা এতোই প্রশস্ত হবে যেমন পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে ব্যাপকতা-বিস্তৃতি রয়েছে।

আল্লামা ইবনে জূযী বলেছেন, হাদীস শরীফে এসেছে যে, হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্‌র দরবারে 'মীযান' (ক্বিয়ামত-দিবসের 'দাঁড়ি পাল্লা') দেখার জন্য আবেদন করেছিলেন। যখন 'মীযান' দেখানো হলো এবং তিনিও সেটার পাল্লাগুলোর ব্যাপক বিস্তৃতি দেখতে পান তখন তিনি আরয করলেন, "হে প্রতিপালক, কার শক্তি আছে এগুলোকে নেকী (সৎকর্ম) দ্বারা ভর্তি করতে পারবে?" তখন আল্লাহ্ তা'আলার এরশাদ হলো, "হে দাঊদ! আমি যখন স্বীয় বান্দার উপর সন্তুষ্ট হই, তখন একটা মাত্র খেজুর দিয়েই তা ভর্তি করে দিই।" অর্থাৎ অল্প সৎকর্মও যদি গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় তবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দ্বারা তা এতোই বৃদ্ধি পায় যে, 'মীযান'কে ভরপুর করে দেয়।

بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ⑦

স্বীয় জ্ঞান সহকারে এবং আমি কিছুতেই অনুপস্থিত ছিলাম না।

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑧

৮. এবং সেদিন পরিমাপ তো অবশ্যই হবে (১০), সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে (১১) তারাই উদ্দেশ্য লাভ করবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ⑨

৯. এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে (১২), তবে তারাই হচ্ছে ঐসব লোক, যারা নিজেদের সত্তাকে ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে ঐসব সীমা লংঘনের পরিণাম স্বরূপ যা আমার আয়াতসমূহের মধ্যে করতো (১৩)।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ⑩

১০. এবং নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য ওটার মধ্যে জীবন ধারণের সামগ্রী তৈরী করেছি (১৪), তোমরা খুবই অল্প কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো (১৫)।

রুকু' – দুই

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ⑪

১১. এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের নমূনা তৈরী করেছি, অতঃপর আমি ফিরিশ্‌তাদেরকে বলেছি, 'আদমকে সাজদা করো।' তখন তাদের সকলেই সাজদারত হলো, কিন্তু ইবলীস্; সে সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলোনা।

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ⑫

১২. (তিনি) বললেন, "কোন্ বস্তু তোমাকে নিবৃত্ত করলো যে, তুমি সাজদা করলে না, যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম (১৬)?' (সে) বললো, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন (১৭)।'

টীকা-১১. সৎকর্ম বেশী হবে,

টীকা-১২. এবং সেগুলোর মধ্যে কোন সৎকর্মই ছিলোনা। এটা সেসব কাফিরের অবস্থা হবে, যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত এবং এ কারণে তাদের কোন কৃতকর্ম গ্রহণযোগ্য নয়।

টীকা-১৩. অর্থাৎ সেগুলোকে বর্জন করতো, মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতো, সেগুলোর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো।

টীকা-১৪. এবং স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তোমাদেরকে সুখ দান করেছি। এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা–

টীকা-১৫. 'শোক্‌র' (কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ)-এর বাস্তব অর্থ হলো– 'নি'মাতের ধ্যান-ধারনা ও তা প্রকাশ করা এবং 'কৃতঘ্নতা' (ناشكرى) হচ্ছে– নি'মাত ভুলে যাওয়া কিংবা তা গোপন করা।'

টীকা-১৬. মাস্‌আলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'আমর' (امر) বা 'আদেশ' 'وجوب' (আবশ্যক হওয়া)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর সাজদা না করার কারণ জিজ্ঞাসা করা তিরস্কারের জন্যই ছিলো। আর এ জন্য যে, শয়তানের গোঁড়ামী এবং তার কুফর ও অহংকার এবং তার মূল উপাদানের উপর গর্ব করা ও হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপাদান বা মূল বস্তুর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করার ধৃষ্টতা প্রকাশ পাবে।

টীকা-১৭. তার উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, 'আগুন মাটি অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যার মৌলিক উপাদান আগুন হবে সে তার অপেক্ষা উত্তম হবে যার মৌলিক উপাদান মাটি হবে।' অথচ উক্ত নাপাকের এ ধারণা ভুল ও ভ্রান্ত। কেননা, উত্তম হচ্ছেন তিনিই, যাঁকে মালিক ও মুনিব (আল্লাহ্ তা'আলা) শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি উৎস ও মৌলিক উপাদানের উপর নয়; বরং মালিক ও মুনিবের আনুগত্য ও হুকুম মান্য করার উপরই নির্ভরশীল। আর আগুন মাটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হবার যুক্তিও শুদ্ধ নয়। কেননা, আগুনের মধ্যে উত্তেজনা ও দ্রুততা এবং অহংকারবোধ রয়েছে। এটা অহংকারের কারণ হয়ে থাকে। আর মাটি থেকে সম্ভ্রম, সহনশীলতা, লজ্জাবোধ ও ধৈর্যের শিক্ষা লাভ করা যায়। মাটি দ্বারা রাজ্য আবাদ হয় আর আগুন দ্বারা হয় ধ্বংস। মাটি হচ্ছে আমানতদার (বিশ্বস্ত), যা সেটার মধ্যে রাখা হয়, তাকে সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করে; কিন্তু আগুন নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এতদ্‌সত্ত্বেও মজার ব্যাপার হচ্ছে– মাটি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে কিন্তু আগুন মাটিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনা। তাছাড়া ইবলীসের বোকামী ও দুর্ভাগ্য যে, সে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' (نص) বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেটার বিরুদ্ধে স্বীয় যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে। আর যে যুক্তি 'সুস্পষ্ট প্রমাণের' বিরোধী হয় তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যাজ্য হয়।

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾

১৩. বললেন, 'তুমি এখান থেকে নেমে যাও! তোমার জন্য এটা শোভা পায়না যে, এখানে থেকে অহংকার করবে। সুতরাং বের হয়ে যাও (১৮)! তুমি হও লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভূক্ত (১৯)।'

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾

১৪. বললো, 'আমাকে অবকাশ দিন ঐ দিন পর্যন্ত, যেদিন লোকেরা পুনরুত্থিত হবে।'

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿١٥﴾

১৫. বললেন, 'তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো (২০)।'

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾

১৬. বললো, 'সুতরাং শপথ এরই যে, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছো। আমি অবশ্যই তোমার সরল পথের উপর তাদের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকবো (২১)।'

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾

১৭. 'অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের নিকট আসবো– তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক থেকে (২২) এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না (২৩)।'

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

১৮. বললেন, 'এখান থেকে বের হয়ে যা! ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায়। অবশ্যই, তাদের মধ্যে যারা তোমার কথা মতো চলবে, আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো (২৪)।'

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

১৯. এবং হে আদম! তুমি এবং তোমার সংগিনী (২৫) জান্নাতে বসবাস করো। অতঃপর তা থেকে যেখানে ইচ্ছা আহার করো এবং এ বৃক্ষের নিকটে যেও না! গেলে সীমা অতিক্রমকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

২০. অতঃপর শয়তান তাদের মনে এ আশংকার সঞ্চার করলো যে, তাদের সম্মুখে অনাবৃত করে দেবে তাদের লজ্জার বস্তুগুলো (২৬), যা তাদের থেকে গোপন ছিলো (২৭) এবং বললো, 'তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ থেকে এ জন্যই নিষেধ করেছেন যে, তোমরা উভয়ে ফিরিশ্‌তা হয়ে যাবে অথবা চিরজীবী (হয়ে যাবে) (২৮);'

টীকা-১৮. জান্নাত থেকে। কারণ, এ স্থান হচ্ছে অনুগত ও বিনয়ীদেরই, অস্বীকারকারী অবাধ্যদের নয়।

টীকা-১৯. অর্থাৎ মানুষ তোমার দুর্নাম করবে, প্রত্যেক ভাষাভাষী তোমাকে অভিশম্পাত করবে এবং এটাই হচ্ছে- অহংকারীদের পরিণাম।

টীকা-২০. আর এ অবকাশের সময়সীমা 'সূরা হিজ্‌র'-এ এরশাদ হয়েছে- فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ - إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (অর্থাৎ "তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো 'জ্ঞাত মুহূর্তের দিন' পর্যন্ত।") এবং এ মুহূর্ত হচ্ছে- প্রথম ফুৎকারের সময়, যখন সমস্ত মানুষ মৃত্যুবরণ করবে। শয়তান মৃতদের পুনর্জীবিত হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত অবকাশ চেয়েছিলো। আর এ'তে তার উদ্দেশ্য– এ ছিলো যে, সে মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যাবে। এটা কিন্তু কবূল হয়নি এবং প্রথম ফুৎকার পর্যন্তই অবকাশ দেয়া হয়েছে।

টীকা-২১. অর্থাৎ আদম সন্তানদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করবো, তাদেরকে ভ্রান্তির দিকে ধাবিত করবো, গুনাহ্সমূহের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করবো, আপনার আনুগত্য ও ইবাদতের পথে বাধা সৃষ্টি করবো এবং পথ-ভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত করবো।

টীকা-২২. অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে তাদেরকে অবরোধ করে সরল পথ থেকে বিরত রাখবো

টীকা-২৩. যেহেতু শয়তান আদম-সন্তানকে গোমরাহ করা এবং যৌনপ্রবৃত্তি ও মন্দ কার্যাদিতে লিপ্ত করার মধ্যে তার সর্বশেষ প্রচেষ্টা ব্যয় করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলো, সেহেতু তার ধারণা ছিলো যে, সে আদম সন্তানকে পথ-ভ্রষ্ট করবে এবং তাদেরকে ধোকা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতসমূহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ও তাঁর আনুগত্য করা থেকে রুখে দেবে।

টীকা-২৪. তোমাকেও, তোমার বংশধরগণকেও এবং তোমার আনুগত্যকারী মানুষদেরকেও– সবাইকে জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ করানো হবে। শয়তানকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার পর হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সম্বোধন করেন, যা সামনে আসছে-

টীকা-২৫. অর্থাৎ হযরত হাওয়া (আলায়হাস্ সালাম)।

টীকা-২৬. অর্থাৎ এমন শংকার সঞ্চার করলো, যার পরিণাম ফল এই হয় যে, তাঁরা উভয়ে একে অপরের সামনে উলঙ্গ হয়ে যাবেন। এ আয়াত দ্বারা এ মাস্আলা প্রমাণিত হলো যে, শরীরের সেই অঙ্গ, যাকে 'লজ্জাস্থান' বলে, সেটাকে গোপন করা আবশ্যক এবং প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। আর একথাও প্রমাণিত হলো যে, তা (লজ্জাস্থান) অনাবৃত করা সর্বকাল থেকেই বিবেকের নিকট গর্হিত এবং স্বভাবতঃই অপছন্দনীয় হয়ে আসছে।

টীকা-২৭. এ থেকে বুঝা গেলো যে, তাঁরা দু'জনের কেউ তখন পর্যন্ত একে অপরের লজ্জাস্থান দেখেননি।

টীকা-২৮. অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যেই থেকে যাবে এবং কখনো মৃত্যুবরণ না করবে না।

২১. এবং তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললো, 'আমি তোমাদের উভয়ের হিতাকাংখী।'

২২. অতঃপর সে তাদেরকে নামিয়ে আনলো প্রতারণার মাধ্যমে (২৯), তারপর যখন তারা সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করলো, তখন তাদের সম্মুখে তাদের লজ্জার বস্তুগুলো প্রকাশ হয়ে পড়লো (৩০) এবং নিজেদের শরীরকে জান্নাতের পত্রাদি দ্বারা আবৃত করতে লাগলো; এবং তাদেরকে তাদের প্রতিপালক বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি?' আর একথাও কি বলিনি যে, 'শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?'

২৩. তারা উভয়ে আরয করলো, 'হে প্রতিপালক আমাদের! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি।' সুতরাং যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়া না করো, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবো।'

২৪. বললেন, 'তোমরা নেমে যাও (৩১)! তোমাদের মধ্যে একে অপরের শত্রু; এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান এবং পার্থিব উপভোগের অবকাশ রয়েছে।'

২৫. বললেন, 'তাতেই তোমরা জীবন যাপন করবে এবং তাতেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং তা থেকেই তোমাদেরকে উঠানো হবে (৩২)।'

রুকূ' - তিন

২৬. হে আদম সন্তানগণ! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি এক পোষাক এমনই অবতারণ করেছি, যা দ্বারা তোমাদের লজ্জার বস্তুগুলো গোপন করবে এবং একটি এমনও যে, তোমাদের শোভা হবে (৩৩); এবং তাক্বওয়ার পোষাক, সেটাই সর্বোৎকৃষ্ট (৩৪)। এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৭. হে আদম সন্তানগণ (৩৫), সাবধান! তোমাদেরকে শয়তান যেন ফিৎনার মধ্যে না ফেলে- যেভাবে তোমাদের মাতা-পিতাকে

وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِينَ ۝٢١

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝٢٢

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۫ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ۝٢٣

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِينٍ ۝٢٤

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۝٢٥

يٰبَنِيٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْاٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝٢٦

يٰبَنِيٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ

টীকা-২৯. এর অর্থ হচ্ছে- অভিশপ্ত ইবলীস মিথ্যা শপথ করে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে ধোকা দিয়েছিলো। সর্বপ্রথম মিথ্যা শপথকারী হচ্ছে- ইব্‌লীসই। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর ধারণাই ছিলো না যে, কেউ আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে মিথ্যাও বলতে পারে। এ কারণে, তিনি তার কথায় বিশ্বাস করেছিলেন।

টীকা-৩০. এবং জান্নাতী পোশাক শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং তারা একে অপরের নিকট থেকে স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোপন রাখতে পারেন নি। তখন পর্যন্ত তাঁদের কেউ নিজে নিজের লজ্জাস্থান পর্যন্ত দেখেননি এবং না ঐ সময় পর্যন্ত তাঁদের নিকট এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিলো।

টীকা-৩১. হে আদম ও হাওয়া! নিজেদের বংশধরগণ সহকারে, যারা তোমাদের মধ্যে রয়েছে-

টীকা-৩২. ক্বিয়ামত-দিবসে হিসাব-নিকাশের জন্য।

টীকা-৩৩. অর্থাৎ একটা পোষাক তো ওটাই, যা দ্বারা শরীর আবৃত করা যায় এবং পর্দা করা যায়। আর অপর পোষাক ওটাই, যা সৌন্দর্য বাড়ায় এবং এটাও সদুদ্দেশ্য। ★

টীকা-৩৪. 'তাক্বওয়া' বা পরহেযগারীর পোষাক হচ্ছে- ঈমান, লজ্জাবোধ, সচ্চরিত্রসমূহ ও সৎ কার্যাদি। এগুলো নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যের বেশভূষা অপেক্ষা উত্তম ও উৎকৃষ্ট।

টীকা-৩৫. শয়তানের ধোকাবাজি এবং হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে তার শত্রুতার কথা বর্ণনা করে আদম সন্তানদেরকে সতর্ক ও সাবধান করা হচ্ছে, যাতে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কুপ্ররোচনা এবং তার ধোকাবাজিসমূহ থেকে বেঁচে থাকে। যে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে এমন ধোকাবাজি করেছে সে তাঁর বংশধরদের সাথে কখনই বা তা না করে ছাড়বে?

★ আল্লাহ্ তা'আলা তিন ধরণের পোষাক অবতীর্ণ করেছেনঃ দু'টি শারীরিক, একটি আত্মিক (রূহানী)। শারীরিক পোশাকের কিছু কিছু হয় সতর ঢাকার জন্য আর কিছু কিছু শোভার জন্য। এ দু'টিই ভালো। আর রূহানী পোশাক হচ্ছে- ঈমান, তাক্বওয়া এবং সৎ কার্যাদি। উল্লেখ্য, এ তিন প্রকারের পোশাকই আল্লাহ্ আস্মান থেকে অবতীর্ণ করেন- বৃষ্টি দ্বারা তুলা, রুই, রেশম ইত্যাদি উৎপন্ন হয় আর ওহী দ্বারা উপার্জিত হয় তাক্বওয়া। উভয়ই আসমান থেকে আসে। (নূরুল ইরফান)

টীকা-৩৬. আল্লাহ্ তা'আলা জিন্ জাতিকে এমন দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন যে, তারা মানব জাতিকে দেখতে পায় এবং মানব জাতি এমন দৃষ্টি শক্তি পায়নি যে, তারা জিন্ জাতিকে দেখতে পারে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, শয়তান মানুষের শরীরের মধ্যে রক্ত চলাচলের পথে (শিরা-উপশিরায়) ঘুরে বেড়ায়।

হযরত যুন্নুন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) বলেছেন, "যদি শয়তান এমনই যে, সে তোমাদেরকে দেখতে পায়, কিন্তু তোমরা তাকে দেখতে পাওনা, তাহলে তোমরাও এমন সত্তার নিকট সাহায্য চাও, যিনি তাকে দেখছেন আর সে তাঁকে দেখতে পায়না। অর্থাৎ দয়ালু, দোষ-ক্রটি গোপনকারী, ক্ষমাশীল আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও।"

টীকা-৩৭. এবং কোন মন্দকাজ অথবা পাপকাজ তাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়; যেমন, অন্ধকার যুগের লোকেরা পুরুষ ও মেয়েলোক উলঙ্গ হয়ে মহান কা'বার 'তাওরাফ' করতো। হযরত আতার অভিমত হচ্ছে- অশ্লীলতা শির্কই। বাস্তবতা এ যে, প্রত্যেক অশ্লীল কাজ এবং সমস্ত পাপাচার ও বড় বড় গুনাহ্ এরই অন্তর্ভুক্ত। যদিও এ আয়াত শরীফ, বিশেষ করে উলঙ্গ হয়ে কা'বা শরীফের 'তাওয়াফ' করার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যখন কাফিরদের এমন অশ্লীল কার্যাদির উপর তাদের সমালোচনা করা হয়েছে, তখন এর জবাবে তারা যা বলেছে তা সামনে আসছে-

টীকা-৩৮. কাফিরগণ তাদের মন্দ ও অশ্লীল কার্যাদি করার দু'টি অজুহাত বর্ণনা করেছে। একতো এটাই যে, তারা তাদের পূর্বপুরুষগণকে এমন কার্যাদিতে রত পেয়েছে; সুতরাং তারাওতাদের অনুসরণে এমন কাজ করছে। এটাতো মূর্খ ও অসৎ লোকের অন্ধ অনুসরণ হলো এবং এটা কোন বিবেকবান লোকের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। অনুসরণ করা হয়ে থাকে জ্ঞানী ও খোদাভীরুদেরই, কোন মূর্খ ও পথভ্রষ্ট লোকের নয়।

অপর অজুহাত তাদের এ ছিলো যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।' এটাও আল্লাহ্ সম্বন্ধে তাদের নিছক মিথ্যা রচনা ও অপবাদই ছিলো। সুতরাং আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদের খণ্ডন করছেন-

টীকা-৩৯. অর্থাৎ তিনি যেভাবে তাদেরকে সত্তাহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, অনুরূপভাবে, মৃত্যুর পরেও তোমাদেরকে তিনি পুনর্জীবিত করবেন। এটা পরকালীন জীবনকে যারা অস্বীকার করে তাদের খণ্ডনে অকাট্য দলীল। আর তা থেকে একথাও বুঝা যায় যে, যখন তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে এবং তিনিই কর্মফল প্রদান করবেন, তখন আনুগত্য ও ইবাদতসমূহকে শুধু তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করা একান্ত আবশ্যক।

مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۗ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

বেহেশ্ত থেকে বের করেছে, নামিয়ে ফেলেছে তাদের পোষাক, যাতে তাদের লজ্জার বস্তুগুলোর প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়ে। নিশ্চয় সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে সেখান থেকে দেখতে পায়, যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা (৩৬); নিশ্চয় আমি শয়তানদেরকে তাদেরই বন্ধু করেছি যারা ঈমান আনেনা।

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ۗ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

২৮. এবং যখন তারা কোন অশ্লীল আচরণ করে (৩৭), তখন বলে, 'আমরা এর উপর আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন (৩৮)।' আপনি বলুন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেননা। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছো, যার তোমাদের নিকট কোন খবরই নেই?'

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۗ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۝

২৯. আপনি বলুন, 'আমার প্রতিপালক ন্যায়-বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন; এবং নিজেদের চেহারা সোজা করো প্রত্যেক নামাযের সময় এবং তাঁর ইবাদত করো শুধু তাঁরই বান্দা হয়ে; তিনি যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন সেভাবেই তোমরা ফিরে আসবে। (৩৯)।'

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۗ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

৩০. একদলকে তিনি সৎপথ প্রদর্শন করেছেন (৪০) এবং এক দলের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়েছে (৪১)। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছে (৪২) আর তারা মনে করে এটাই যে, তারা সৎপথে রয়েছে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

৩১. হে আদম সন্তানগণ! স্বীয় সুন্দর পোষাক পরিধান করো যখন মসজিদে যাও (৪৩) এবং

টীকা-৪০. ঈমান ও খোদা পরিচিতির; এবং তাদেরকে তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত করার শক্তি দান করেছেন।

টীকা-৪১. তারা হচ্ছে- কাফির সম্প্রদায়।

টীকা-৪২. তাদের আনুগত্য করেছে, তাদের কথামত চলেছে এবং তাদের নির্দেশে কুফর ও নির্দেশ অমান্যজনিত গুনাহ্‌কেই অবলম্বন করেছে।

টীকা-৪৩. অর্থাৎ সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ। একটা অভিমত এও রয়েছে যে, মাথা আঁচড়ানো এবং খুশ্বু লাগানোও সেই 'সৌন্দর্য'-এর অন্তর্ভূক্ত।

মাস্‌আলাঃ এবং সুন্নাত হচ্ছে এ যে, মানুষ উৎকৃষ্ট অবস্থার সাথে নামাযের জন্য হাযির হবে। কারণ, নামাযের মধ্যে রয়েছে প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ ও গোপন আলাপ। সুতরাং এর জন্য সুন্দর পরিচ্ছদ গ্রহণ করা ও আতর লাগানো মুস্তাহাব; যেমন লজ্জাস্থান ঢাকা এবং পবিত্রতা অবলম্বন করা ওয়াজিব।

শানে নুযূলঃ মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অন্ধকার যুগে দিনের বেলায় পুরুষ আর স্ত্রীলোকেরা রাতের বেলায় উলঙ্গ হয়ে 'তাওয়াফ' করতো। এ আয়াতে লজ্জাস্থান গোপন করা এবং পোষাক পরিধান করার নির্দেশ দেয়া হয়। আর এ'তে প্রমাণ রয়েছে যে, লজ্জাস্থান গোপন করা নামাযে, তাওয়াফে এবং সর্বাবস্থায়ই 'ওয়াজিব' বা অপরিহার্য।

টীকা-৪৪. শানে নুযূলঃ কালবীর অভিমত হচ্ছে– 'আমের' গোত্রের লোকেরা 'হজ্জ'-এর সময় নিজেদের আহারের পরিমাণ খুবই হ্রাস করে নিতো এবং মাংস ও চর্বি তো একেবারেই আহার করতোনা। আর এটাকে তারা হজ্জের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার শামিল বলে বিশ্বাস করতো। মুসলমানগণ তাদেরকে দেখে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমরা তো এমনটি করার অধিকতর উপযুক্ত।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর এরশাদ হয়েছে– "আহার করো ও পান করো। চাই মাংস হোক কিংবা চর্বি। তবে অপব্যয় করোনা।" এবং তাও এ যে, পরিতৃপ্ত হবার পরও খেতে থাকবে অথবা হারামের পরোয়াই করবেনা। আর এটাও 'ইস্‌রাফ'-এর শামিল যে, যে বস্তুকে আল্লাহ্ হারাম করেন নি তা হারাম করে নেবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেছেন, "খাও যা ইচ্ছা করো, পান করো যা চাও, পরিধান করো যা ইচ্ছা করো। অপব্যয় ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকো।"

এবং আহার করো ও পান করো (৪৪) এবং সীমাতিক্রম করোনা। নিঃসন্দেহে, সীমাতিক্রম-কারীদেরকে তিনি পছন্দ করেন না।

وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝٣١

রুকূ' – চার

৩২. আপনি বলুন, 'কে নিষিদ্ধ করেছে আল্লাহ্‌র সেই শোভার বস্তুকে যা তিনি আপন বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন (৪৫) এবং পবিত্র জীবিকাকে (৪৬)?' আপনি বলুন, 'সেগুলো ঈমানদারদের জন্য দুনিয়ার মধ্যে এবং ক্বিয়ামতের দিনে তো বিশেষ করে তাদেরই জন্য।' আমি এভাবে নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি (৪৭) জ্ঞানীদের জন্য (৪৮)।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٣٢

৩৩. আপনি বলুন, 'আমার প্রতিপালক তো হারাম করেছেন অশ্লীলতাগুলোকে (৪৯), যা সেগুলোর মধ্যে প্রকাশ্য এবং যা গোপন, আর পাপ ও অসংগত সীমা লংঘনকে এবং এটাও (৫০) যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শরীক করবে, যার কোন সনদ তিনি অবতীর্ণ করেননি আর এটাও (৫১) যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলবে, যে সম্বন্ধে তোমরা জ্ঞান রাখো না।'

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٣٣

মাস্‌আলাঃ আয়াতের মধ্যে এ কথার দলীল রয়েছে যে, পানাহারের সমস্ত বস্তুই হালাল। তবে ঐসব বস্তু নয়, যেগুলো হারাম হবার পক্ষে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা, এ বিধান সর্বসম্মত ও স্বীকৃত যে, প্রত্যেক বস্তু মূলে 'মুবাহ' বা 'বৈধ'। কিন্তু যেটাকে শরীয়তদাতা নিষিদ্ধ করেছেন ও যেটা হারাম হওয়া স্বতন্ত্র প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত (তা মুবাহ নয়)।

টীকা-৪৫. চাই পোষাক-পরিচ্ছদ হোক কিংবা অন্যান্য শোভা-সৌন্দর্যের সামগ্রী হোক।

টীকা-৪৬. এবং পানাহারের সুস্বাদু বস্তুসমূহকে?

মাস্‌আলাঃ আয়াত সেটার ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত; প্রত্যেক খাদ্যবস্তু এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা হারাম হবার পক্ষে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আসেনি। (খাযিন) সুতরাং যেসব লোক 'তোশাহ্', গেয়ারভী শরীফ, মীলাদ শরীফ, বুযর্গদের ফাতিহা-ওরস, শাহাদতের আলোচনা-মাহফিল ইত্যাদির শিরনী, রাস্তায় শরবত বিতরণ ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ বলে বেড়ায় তারা এ আয়াতের বিরোধিতা করে গুনাহ্‌গার হয়। বস্তুতঃ সেগুলোকে নিষিদ্ধ বলা স্বীয় মনগড়া মতবাদকে ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত করার শামিল; এটা বিদ্'আত ও পথভ্রষ্টতার নামান্তর।

টীকা-৪৭. যেগুলো থেকে হালাল ও হারামের বিধান জানা যায়।

টীকা-৪৮. যারা একথা জানে যে, আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি যা হারাম বা নিষিদ্ধ করেন তাই হারাম।

টীকা-৪৯. এ সম্বোধন ঐ মুশরিকদেরকে করা হয়েছে; যারা উলঙ্গ হয়ে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতো এবং আল্লাহ্ তা'আলার হালালকৃত পবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম স্থির করে নিতো। তাদের উদ্দেশ্যে এরশাদ হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব বস্তু হারাম করেন নি এবং সেগুলো থেকে তাঁর বান্দাদেরকে বারণ করেন নি। যে সব বস্তুকে তিনি হারাম করেছেন, সেগুলো হচ্ছে ঐসব বস্তু, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঐসব অশোভন কার্যাদি, যেগুলো প্রকাশ্য ও গোপনীয়– চাই কথাবার্তায় হোক কিংবা কাজকর্মে হোক।

টীকা-৫০. হারাম করেছেন

টীকা-৫১. হারাম করেছেন

টীকা-৫২. নির্দ্ধারিত সময়, যার উপর সুযোগের সমাপ্তি ঘটে;

টীকা-৫৩. তাফসীরকারকদের এ'তে দু'টি অভিমত রয়েছে–

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং প্রত্যেক গোত্রের একটা প্রতিশ্রুতি রয়েছে (৫২); সুতরাং যখন তাদের প্রতিশ্রুতি আসবে তখন এক মুহূর্ত পিছেও হবে না এবং আগেও হবে না।

يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۙ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. হে আদম সন্তানগণ! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে কোন রসূল আসেন (৫৩)– আমার নিদর্শনসমূহ পাঠ করেন, তখন যারা সাবধানতা অবলম্বন করে (৫৪) এবং নিজেদের সংশোধন করে (৫৫), তবে তাদের উপর না আছে কোন ভয় এবং না কোন দুঃখ।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং সেগুলোর মুকাবিলায় অহংকার করেছে; তারা দোযখবাসী, তাদেরকে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. সুতরাং তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছে, কিংবা তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে? তাদের নিকট তাদের ভাগ্যের লিখন পৌঁছবেই (৫৬) যতক্ষণ না তাদের নিকট আমার প্রেরিত মৃত্যুর কাজে নিয়োজিত ফিরিশ্‌তাগণ (৫৭) তাদের প্রাণ হননের জন্য আসবে; তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলবে, 'কোথায় রয়েছে তারা, যাদের তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করতে?' তারা বলবে, 'তারা আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে গেছে' (৫৮) এবং তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফির ছিলো।

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আল্লাহ্ তাদেরকে (৫৯) বলবেন, 'তোমাদের পূর্বে যেই অন্যান্য দল জিন্ ও মানুষের, আগুনের মধ্যে প্রবেশ করেছে তাদের মধ্যে যাও!' যখনই একটা দল (৬০) প্রবেশ করবে, তখন অপর দলকে তারা অভিশম্পাত করবে (৬১); অবশেষে, যখন সবাই ওটাতে গিয়ে পড়বে তখন তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণ সম্পর্কে বলবে (৬২), 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো। সুতরাং তাদেরকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করো।' (আল্লাহ্) বলবেন, 'সবার জন্য দ্বিগুণ রয়েছে (৬৩), কিন্তু তোমরা অবগত নও (৬৪)।'

এক) 'رُسُل' (রসূলগণ) দ্বারা সমস্ত 'প্রেরিত পুরুষ'কে বুঝানো হয়েছে। এবং

দুই) বিশ্বকুল সরদার, শেষ নবী হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথাই বিশেষ করে বুঝানো হয়েছে, যাঁকে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি 'রসূল' করা হয়েছে। আর 'বহুবচন' শব্দটা সম্মানার্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

টীকা-৫৪. নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকবে।

টীকা-৫৫. আনুগত্য ও ইবাদতসমূহ সম্পন্ন করবে।

টীকা-৫৬. অর্থাৎ যতটুকু বয়োঃসীমা এবং জীবিকা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য লিখে দিয়েছেন তা তাদের নিকট পৌঁছবে।

টীকা-৫৭. মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা এবং তাঁর সহকারীগণ, সেসব লোকের বয়োঃসীমা এবং জীবিকাসমূহের মেয়াদ পূর্ণ হবার পর

টীকা-৫৮. তাদের কোথাও নাম চিহ্ন পর্যন্ত নেই

টীকা-৫৯. ঐসব কাফিরকে, ক্বিয়ামত দিবসে

টীকা-৬০. দোযখের মধ্যে

টীকা-৬১. যারা তাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তখন অংশীবাদী অংশীবাদীদেরকে এবং ইহুদী ইহুদীদেরকে আর খৃষ্টানগণ খৃষ্টানদেরকে অভিশম্পাত করবে।

টীকা-৬২. অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র দরবারে অভিযোগ করবে।

টীকা-৬৩. কেননা, পূর্ববর্তীগণ নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা অন্যান্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে। আর পরবর্তীগণও অনুরূপ। তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্ট হয়েছে, আর অন্যান্য পথভ্রষ্টদেরকেও অনুসরণ করতে থাকে।

টীকা-৬৪. যে, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক দলের জন্য কেমন কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে!

টীকা-৬৫. 'কুফর' ও 'ভ্রান্তি'তে উভয়ই সমান।

টীকা-৬৬. কুফরের এবং মন্দ কার্যাদির।

টীকা-৬৭. না তাদের কৃতকর্মসমূহের জন্য, না তাদের আত্মাসমূহের জন্য। কেননা, তাদের কার্যকলাপ ও আত্মাসমূহ– উভয়ই অপবিত্র। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, "কাফিরদের আত্মাসমূহের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়না; কিন্তু মু'মিনদের আত্মাসমূহের জন্য খোলা হয়।" ইবনে জুরায়জ বলেছেন, "আসমানের দরজাসমূহ না কাফিরদের কার্যাদির জন্য খোলা হয়, না তাদের আত্মাসমূহের জন্য।" অর্থাৎ না জীবদ্দশায় তাদের কর্মসমূহ আস্মানের উপর যেতে পারে, না মৃত্যুর পর তাদের রূহ (যেতে পারে)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এক অভিমত এও রয়েছে যে, 'আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবেনা' মানে 'তারা কল্যাণ, বরকত এবং দয়ার অবতরণ (প্রাপ্তি) থেকে বঞ্চিত থাকবে।'

৩৯. এবং তাদের পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের চেয়ে কিছুতেই শ্রেষ্ঠ ছিলেনা (৬৫)।' সুতরাং তোমরা ভোগ করো শাস্তি তোমাদের কৃতকর্মের বদলাস্বরূপ (৬৬)।

وَقَالَتْ أُولٰىهُمْ لِأُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

রুকূ' – পাঁচ

৪০. ঐসব লোক, যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং সেগুলোর মুকাবিলায় অহংকার করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবেনা (৬৭) এবং না তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে যতক্ষণ সূঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করবেনা (৬৮) এবং অপরাধীদেরকে আমি এরূপে প্রতিফল দিয়ে থাকি (৬৯)।

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. তাদের জন্য আগুনই বিছানা এবং আগুনই উপরের আচ্ছাদন (৭০); এবং যালিমদেরকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

৪২. এবং ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং সাধ্য মতো সৎকাজ করেছে, আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করিনা। তারাই জান্নাতবাসী, তাদের সেটার মধ্যেই চিরস্থায়ী অবস্থান।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. এবং আমি তাদের বক্ষসমূহ থেকে হিংসা বিদ্বেষকে টেনে বের করে নিয়েছি (৭১), তাদের নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে এবং বলবে (৭২), 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রতি, যিনি আমাদেরকে এটার পথ দেখিয়েছেন (৭৩); এবং আমরা পথ পেতামনা যদি আল্লাহ্

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ

টীকা-৬৮. এবং এটা অসম্ভব। সুতরাং কাফিরদের পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব। কেননা, 'অসম্ভব'-এর উপর যা নির্ভরশীল হয় তা নিজেও অসম্ভব হয়। এ থেকে বুঝা গেলো যে, কাফিরদের জান্নাত থেকে বঞ্চিত থাকা নিশ্চিত।

টীকা-৬৯. 'অপরাধীগণ' দ্বারা এখানে কাফিরদের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, পূর্বে তাদের দোষসমূহের মধ্যে 'আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং সেগুলোর প্রতি অহংকার প্রদর্শন করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৭০. অর্থাৎ উপরে, নীচে– সবদিক থেকে আগুন তাদেরকে অবরোধ করে থাকবে।

টীকা-৭১. যা দুনিয়ায় তাদের মধ্যে ছিলো; এবং স্বভাব-প্রকৃতিকে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব ব্যতীত আর কিছুই বাকী থাকেনি। হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "এটা আমরা, বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।" এটাও তাঁর থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, "আমি আশা করি যে, আমি, ওসমান, তালহা এবং যোবায়র (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ঐ সবের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি, যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ (এবং আমি তাদের অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষকে বের করে নিয়েছি) এরশাদ করেছেন।" হযরত আলী মুর্তাদার এ বাণী রাফেযী (শিয়া) সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত-আক্বীদার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে।

টীকা-৭২. মু'মিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করার সময়,

টীকা-৭৩. এবং আমাদেরকে এমন কাজ করার শক্তি দিয়েছেন, যার প্রতিদান হচ্ছে এটাই। আর আমাদের উপর অনুগ্রহ ও দয়া করেছেন এবং আমাদেরকে আপন করুণায় জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন;

টীকা-৭৪. এবং তাঁরা আমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে যে সব সাওয়াবের খবরাদি দিয়েছিলেন, সে সবই আমরা প্রকাশ্যে দেখে নিয়েছি। তাঁদের 'হিদায়ত' বা পথ প্রদর্শন আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ দয়া ও করুণাই ছিলো।

টীকা-৭৫. মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়, যখন বেহেশ্‌তীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, "তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী জীবনই রয়েছে, কখনো মৃত্যুবরণ করবেনা। তোমাদের জন্য রয়েছে সুস্বাস্থ্য, কখনো তোমরা অসুস্থ হবেনা। তোমাদের জন্য রয়েছে স্বচ্ছন্দ, কখনো তোমরা অভাবগ্রস্ত হবেনা।"

জান্নাতকে 'উত্তরাধিকার' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ'তে এই ইঙ্গিতই রয়েছে যে, 'তা শুধু আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহক্রমে অর্জিত হয়েছে।'

টীকা-৭৬. এবং রসূলগণ বলেছিলেন, "ঈমান ও আনুগত্যের জন্য প্রতিদান ও সাওয়াব লাভ করবে।"

টীকা-৭৭. 'কুফর' এবং 'অবাধ্যতার' জন্য শাস্তির

টীকা-৭৮. এবং মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে নিষেধ করে

টীকা-৭৯. অর্থাৎ এটাই চায় যে, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বদলে ফেলবে এবং যে পথ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য নির্দ্ধারণ করেছেন তাতেও পরিবর্তন সাধন করবে। (খাযিন)

টীকা-৮০. যাকে 'আ'রাফ' ★ বলা হয়।

টীকা-৮১. এরা কোন্‌ স্তরের লোক হবে–সে প্রসঙ্গে বহুবিধ অভিমত রয়েছে। যথা–

এক) এরা হবে ঐসব লোক, যাদের সৎকর্ম ও অপকর্মসমূহ সমান হবে। তারা 'আ'রাফ'-এর উপর অবস্থান করবে। যখন তারা জান্নাতবাসীদেরকে দেখবে তখন তাদেরকে সালাম করবে এবং যখন দোযখবাসীদেরকে দেখবে তখন বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না।" শেষ পর্যন্ত তাদেরকে জান্নাতেই প্রবেশ করানো হবে।

দুই) যে সব লোক জিহাদে শহীদ হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের উপর তাঁদের মাতা-পিতা অসন্তুষ্ট ছিলেন তাদেরকেই 'আ'রাফ'-এ অবস্থান করানো হবে।

তিন) যে সব লোক এমনই যে, তাদের পিতা-মাতা থেকে যে কোন একজন তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং অপরজন অসন্তুষ্ট; তাদেরকেই 'আ'রাফ'-এ রাখা হবে।

এসব অভিমত থেকে জানা যায় যে, আ'রাফবাসীদের মর্যাদা জান্নাতবাসীদের অপেক্ষা কম হবে। হযরত মুজাহিদের অভিমত হচ্ছে এ যে, 'আ'রাফ'-এ সালেহীন বান্দাগণ (নেক্‌কার লোকেরা), ফকীর-দরবেশগণ এবং আলিমগণ থাকবেন। তাঁদের অবস্থান সেখানে এজন্য হবে যে, অন্যান্যরা তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দেখতে পাবে। অপর এক অভিমত হচ্ছে, 'আ'রাফ'-এর মধ্যে নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) থাকবেন। তাঁদেরকে এ উন্নত স্থানে সমস্ত ক্বিয়ামতবাসীর উপর বিশেষ সম্মান দেয়া হবে। আর তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নত মর্যাদা প্রকাশ করা হবে, যাতে জান্নাতবাসী এবং দোযখবাসীগণ তাঁদেরকে দেখতে পায়, আর তাঁরা ঐসবের অবস্থাদি, সাওয়াব এবং আযাব (শাস্তি)-এর পরিমাণ ও অবস্থাদি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন। এসব অভিমতের ভিত্তিতে বুঝা যায় যে, 'আ'রাফবাসীগণ জান্নাতবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর লোক হবেন। কেননা, তাঁরা অন্যান্যদের মধ্যে মর্যাদায় অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

উক্ত সব অভিমতের মধ্যে পরস্পর কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, এমনও হতে পারে যে, প্রত্যেক স্তরের লোককে 'আ'রাফ'-এর মধ্যে অবস্থান করানো হবে এবং প্রত্যেকের অবস্থানের 'হিকমত'-ও পৃথক পৃথক হবে।

لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

আমাদেরকে পথ না দেখাতেন। নিঃসন্দেহে, আমাদের প্রতিপালকের রসূলগণ সত্য বাণী এনেছিলেন (৭৪)।' এবং ঘোষণা এলো, 'এ জান্নাত তোমরা 'উত্তরাধিকার' (স্বরূপ) পেয়েছো (৭৫) তোমাদের কৃতকর্মসমূহের প্রতিদান (হিসেবে)।'

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۚ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. এবং জান্নাতবাসীগণ দোযখবাসীদেরকে ডেকে বলবে, 'আমরাতো পেয়েছি যে সত্য প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালক দিয়েছিলেন (৭৬)। সুতরাং তোমরাও কি পেয়েছো যা তোমাদের প্রতিপালক (৭৭) সত্য প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দিয়েছিলেন?' তারা বললো, 'হাঁ' এবং মধ্যখানে ঘোষণাকারী ঘোষণা করে দিলো, 'আল্লাহ্‌র লা'নত যালিমদের উপর;

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় (৭৮) এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে (৭৯) এবং পরকালকে অস্বীকার করে।'

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ

৪৬. এবং জান্নাত ও দোযখের মধ্যখানে একটা পর্দা আছে (৮০); এবং 'আ'রাফ'-এর কিছু লোক থাকবে (৮১),

★ ' اعراف ' (আ'রাফ) আরবী ' عرف ' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ– 'উচ্চ স্থান'। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী প্রাচীরকে ' اعراف ' বলা হয়।

টীকা-৮২. 'উভয় দল' দ্বারা জান্নাতবাসী ও দোযখবাসীই উদ্দেশ্য। জান্নাতবাসীদের চেহারাসমূহ 'শুভ্র' (চমকপ্রদ) এবং সজীব (উজ্জ্বল) হবে। আর দোযখবাসীদের চেহারাসমূহ কালো হবে এবং চোখগুলো নীল বর্ণের– যা হবে তাদের চিহ্ন।

টীকা-৮৩. আ'রাফবাসীগণ এখনো পর্যন্ত

يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾

যারা উভয় দলকে তাদের কপালের চিহ্ন দ্বারা চিনবে (৮২) এবং তারা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'শান্তি (বর্ষিত) হোক তোমাদের উপর।' এরা (৮৩) জান্নাতে প্রবেশ করেনি, অথচ সেটার আকাংখা রাখে।

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصٰرُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. এবং যখন তাদের (৮৪) দৃষ্টিসমূহ দোযখবাসীদের প্রতি ফেরাবে (তখন তারা) বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিমদের সঙ্গী করোনা।'

রুকূ' – ছয়

وَنَادٰى أَصْحٰبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمٰهُمْ قَالُوا مَا أَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং আ'রাফবাসীগণ কিছু সংখ্যক লোককে (৮৫), যাদেরকে তাদের কপালের চিহ্নসমূহ দ্বারা চিনবে, সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের কি কাজে আসলো তোমাদের দল এবং যা তোমরা অহংকার করতে (৮৬)?'

أَهٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ۚ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. এরাই কি সেসব লোক (৮৭), যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে, 'আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন দয়াই প্রদর্শন করবেন না' (৮৮)? তাদেরকেই তো বলা হলো, 'জান্নাতে প্রবেশ করো! তোমাদের না আছে কোন আশংকা, না আছে কোন দুঃখ।'

وَنَادٰى أَصْحٰبُ النَّارِ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾

৫০. এবং দোযখবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদেরকে তোমাদের পানির কিছু ছিটে-ফোঁটা দাও, অথবা ঐ খাদ্য থেকে, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রদান করেছেন (৮৯)।' বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ এ দু'টিকেই কাফিরদের উপর হারাম করেছেন;

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

৫১. যারা তাদের দ্বীনকে খেলা-তামাশা বানিয়ে নিয়েছে (৯০) এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে (৯১)।' সুতরাং আজ আমি তাদেরকে পরিত্যাগ করবো যেমনি তারা এ দিনের সাক্ষাতের ধারণা পরিত্যাগ করেছিলো এবং যেমনি আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করছিলো।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ

৫২. এবং নিঃসন্দেহে আমি তাদের নিকট এমন এক কিতাব নিয়ে এসেছি (৯২),

টীকা-৮৪. আ'রাফবাসীদের

টীকা-৮৫. কাফিরদের মধ্য থেকে।

টীকা-৮৬. এবং আ'রাফবাসীগণ গরীব মুসলমানদের দিকে ইঙ্গিত করে কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলবেন,

টীকা-৮৭. যাদেরকে তোমরা দুনিয়ার মধ্যে হীন জ্ঞান করতে এবং

টীকা-৮৮. এখন দেখে নাও যে, জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির মধ্যে কেমন সম্মান ও মর্যাদার সাথে রয়েছে।

টীকা-৮৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, যখন আ'রাফবাসীগণ জান্নাতে চলে যাবেন তখন দোযখবাসীদের মনেও আকাংখা জাগবে এবং তারা আরয করবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! জান্নাতে আমাদের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। অনুমতি দিন, আমরা তাদেরকে দেখবো এবং তাদের সাথে কথা বলবো।" তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে। তখন তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে জান্নাতের বিভিন্ন নি'মাতের মধ্যে দেখতে পাবে এবং তাঁদেরকে চিনতে পারবে। কিন্তু জান্নাতবাসীগণ ঐসব দোযখী আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পারবে না। কেননা, দোযখবাসীদের মুখ কাল বর্ণের হয়ে যাবে। তাদের চেহারাও বিকৃত হয়ে যাবে। তখন তারা জান্নাতবাসীদেরকে তাঁদের নাম নিয়ে সম্বোধন করবে। কেউ আপন পিতাকে ডাকবে, কেউ ভাইকে আর বলবে, "আমি তো জ্বলে গেলাম, আমার উপর পানি ঢালো। আর তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাক দান করেছেন। আমাদেরকে খেতে দাও।" এর জবাবে জান্নাতবাসীগণ

টীকা-৯০. অর্থাৎ হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়েছিলো। যখন ঈমানের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হলো, তখন তারা (তা নিয়ে) হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলো।

টীকা-৯১. সেটার স্বাদ উপভোগের মধ্যে পরকালকে ভুলে গিয়েছিলো।

টীকা-৯২. ক্বোরআন শরীফ

টীকা-৯৩. এবং তা হচ্ছে ক্বিয়ামত-দিবস।

টীকা-৯৪. না সেটার উপর ঈমান আনতো, না সেটা অনুযায়ী কাজ করতো।

টীকা-৯৫. অর্থাৎ কুফরের স্থলে ঈমান আনবো এবং পাপাচার ও অবাধ্যতার স্থলে আনুগত্য ও নির্দেশ মেনে চলার পথ অবলম্বন করবো; কিন্তু না সুপারিশ তাদের ভাগ্যে জুটবে, না তাদেরকে দুনিয়ার পুনরায় প্রেরণ করা হবে।

فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

যাকে আমি এক মহাজ্ঞান দ্বারা বিস্তারিতভাবে সুবিন্যস্ত করেছি– পথ নির্দেশনা ও দয়া ঈমানদারদের জন্য।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

৫৩. তারা কিসের পথ দেখছে? কিন্তু সেটারই যে, এ কিতাবের বর্ণিত পরিণাম সম্মুখে আসবে। যেদিন ওটার বর্ণিত পরিণাম সংঘটিত হবে (৯৩), সেদিন বলে উঠবে ঐসব লোক, যারা ওটার কথা পূর্বে ভুলে গিয়েছিলো (৯৪), 'নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রসূল সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন; সুতরাং আমাদের কি কোন সুপারিশকারী আছে, যাঁরা আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে? অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় ফিরে যেতে দেয়া হবে, যেন আমরা পূর্বের কৃতকর্মের বিপরীত কাজ করি (৯৫)? নিঃসন্দেহে তারা নিজেদের প্রাণগুলোকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং তাদের নিকট থেকে হারিয়ে গেছে যা অপবাদ তারা রচনা করতো (৯৬)।

রুকূ' – সাত

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۟ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (৯৭) ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন (৯৮), অতঃপর আরশের উপরে 'সমাসীন' হন, যেমনি তাঁর জন্য শোভা পায় (৯৯); দিবা-রাত্রির মধ্যে একটাকে অপরটা দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, যাতে সেটার পেছনে দ্রুত সংলগ্ন হয়ে আসে এবং সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন, সবই তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। শুনো! তাঁর হাতে রয়েছে সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দেয়া (নিয়ন্ত্রণ করা)। বড়ই বরকতময় হন আল্লাহ্, প্রতিপালক সমগ্র সৃষ্টি-জগতের।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

৫৫. স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে দো'আ প্রার্থনা করো বিনীতভাবে এবং গোপনে। নিশ্চয় সীমাতিক্রমকারীগণ তাঁর নিকট পছন্দনীয় নয় (১০০)।

টীকা-৯৬. এবং এই মিথ্যা বকাবকি করতো যে, বোত খোদার শরীক এবং আপন পূজারীদের পক্ষে সুপারিশ করবে। এখন, পরকালে তারা বুঝতে পারলো যে, তাদের ঐ দাবী মিথ্যা ছিলো।

টীকা-৯৭. ঐ সমস্ত বস্তু সহকারে, যেগুলো, ওগুলোর মধ্যখানে রয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে- وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ- (অর্থাৎ: এবং "নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি আসমানসমূহ ও যমীন এবং যা সেগুলোর মধ্যখানে রয়েছে, ছয়দিনের মধ্যেই।")

টীকা-৯৮. 'ছয়দিন' দ্বারা দুনিয়ার ছয়দিনের পরিমাণ সময়ের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, এ সমস্ত দিনতো তখন ছিলোইনা। সূর্যও ছিলোনা, যা দ্বারা দিন হতো। আর আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিমান ছিলেন যে, একটা মাত্র মুহূর্তে অথবা তা অপেক্ষাও কম সময়ে সৃষ্টি করতেন। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে (ছয়দিন) এ গুলো সৃষ্টি করা তাঁর 'হিকমত' বা বাস্তব সূক্ষ্মজ্ঞানের চাহিদানুসারেই ছিল। আর এটা দ্বারা বান্দাদেরকে তাদের কাজকর্মে ধীরস্থির পন্থা অবলম্বনের শিক্ষাদান রয়েছে।

টীকা-৯৯. এ ' اِسْتَوٰى ' (ইস্তিওয়া) বিভিন্ন অর্থে সম্ভাবনাময় শব্দসমূহের (مُتَشَابِهَات) অন্তর্ভুক্ত। আমরা এর উপর এ মর্মে ঈমান আনি যে, এটা দ্বারা যে অর্থই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য, সেটাই সত্য। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, ' اِسْتِوٰى ' শব্দের অর্থ জ্ঞাত, কিন্তু সেটার প্রকৃতি বা অবস্থা অজ্ঞাত। এর উপর ঈমান আনা আবশ্যক।

হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররুহু) বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে– সৃষ্টির সমাপ্তি 'আরশ'-এর উপর গিয়ে ঠেকেছে। আল্লাহ্ই তাঁর কিতাবের রহস্যাদি সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

টীকা-১০০. দো'আ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কল্যাণ কামনা করাকেই বলা হয়। আর এটাও ইবাদতের শামিল। কেননা, যে দো'আ করে সে নিজেকে অক্ষম ও মুখাপেক্ষী এবং আপন প্রতিপালককে প্রকৃত শক্তিমান ও প্রয়োজন পূরণকারী বলে বিশ্বাস করে। এ কারণে, হাদীস শরীফে এসেছে– اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ — অর্থাৎ 'দো'আ' হচ্ছে ইবাদতের সারবস্তু।' ' تَضَرُّع ' মানে– আপন অক্ষমতা ও বিনয়কেই প্রকাশ করা। আর দো'আর নিয়ম-কানুন হচ্ছে– 'তা গোপনে ও নিম্নস্বরে হওয়া।' হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর অভিমত হচ্ছে, "গোপনে দো'আ করা

প্রকাশ্যে দো'আ করা অপেক্ষা সত্তর গুণ অধিক উত্তম।"

মাস্‌আলাঃ এ'তে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে যে, ইবাদত প্রকাশ্যে করা উত্তম না গোপনে করা। কেউ কেউ বলেন যে, গোপনে করাই উত্তম। কেননা, তা লোকদেখানো থেকে দূরে। কেউ কেউ বলেন, প্রকাশ্যে করাই উত্তম, এ কারণে যে, এটা দ্বারা অন্যান্যদের মধ্যেও ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইমাম তিরমিযী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি আপন অন্তরে 'লোক-দেখানো'-এর আশংকাবোধ করে, তবে তার জন্য গোপনে ইবাদত করা উত্তম। আর যদি অন্তর পরিষ্কার থাকে, 'লোক-দেখানো'র আশংকামুক্ত হয়, তবে প্রকাশ্যভাবে করাই উত্তম। কোন কোন হযরত এটাও বলে থাকেন যে, 'ফরয' ইবাদতসমূহ প্রকাশ্যে করা উত্তম। ফরয নামাযসমূহ মসজিদে আদায় করাই উত্তম। যাকাত প্রকাশ্যভাবে দেয়াই শ্রেয়। নফল ইবাদতের মধ্যে, চাই তা নামায হোক কিংবা সাদক্বাহ ইত্যাদি, সেগুলোতে গোপনীয়তাই উত্তম।

দো'আর মধ্যে সীমাতিক্রম করা কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এটাও যে, অতি উচ্চস্বরে চিৎকার করবে।

টীকা-১০১. কুফর, পাপাচার এবং অত্যাচার করে,

৫৬. যমীনের মধ্যে ফ্যাসাদ ছড়িয়োনা (১০১) সেটাকে সংশোধন করার পর (১০২) এবং তাঁর নিকট দো'আ প্রার্থনা করো ভীত ও আশাবাদী হয়ে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দয়া সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭. এবং তিনিই হন, যিনি বায়ুসমূহ প্রেরণ করেন তাঁর দয়ার প্রাক্কালে সুসংবাদ শুনানোর জন্য (১০৩); শেষ পর্যন্ত, যখন বহন করে নিয়ে আসে ভারী বাদলকে তখন আমি সেটাকে কোন নির্জীব শহরের দিকে চালনা করেছি (১০৪); অতঃপর তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, তারপর তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের ফল উৎপন্ন করেছি। অনুরূপভাবে, আমি মৃতদেরকে বের করবো (১০৫); যাতে তোমরা উপদেশ মান্য করো।

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. এবং যা উৎকৃষ্ট জমি হয়, সেটার সবুজজাত (ফসল) আল্লাহ্‌র নির্দেশেই উৎপন্ন হয় (১০৬) এবং যা নিকৃষ্ট, সেটার মধ্যে উৎপন্ন হয়না, কিন্তু অল্প; অতি কষ্টের বিনিময়ে (১০৭)। আমি এভাবেই বিভিন্নভাবে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি (১০৮) তাদেরই জন্য, যারা কৃতজ্ঞ।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

রুকূ' – আট

৫৯. নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি (১০৯),

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

টীকা-১০২. নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর শুভাগমন করা, তাঁদের সত্যের প্রতি আহ্বান করা, বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা এবং ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করার পর।

টীকা-১০৩. বৃষ্টির; এবং অনুগ্রহ দ্বারা এখানে বৃষ্টিপাত বুঝানোই উদ্দেশ্য।

টীকা-১০৪. যেখানে বৃষ্টিপাত হয়নি সেখানে সব্জি (ফসল) জন্মায়নি;

টীকা-১০৫. অর্থাৎ যেভাবে মৃত জমিকে নির্জীবতার পর জীবন (সজীবতা) দান করেন, সেটাকে সবুজ ও তাজা করেন এবং সেটাতে ক্ষেত, গাছ-গাছড়া ও ফল-ফুল উৎপন্ন করেন; অনুরূপভাবে, মৃতদেরকে কবর থেকে জীবিত করে উঠাবেন। কেননা, যিনি শুষ্ক কাঠ থেকে তরুতাজা ফল উৎপন্ন করার শক্তি রাখেন, তাঁর পক্ষে মৃতকে জীবিত করা কোন্ অসম্ভব কাজ? কুদরতের এ নিদর্শন দেখে নেয়ার পর বিবেকবান ও সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির অন্তরে মৃতদেরকে জীবিত করার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারেনা।

টীকা-১০৬. এটা মু'মিনেরই উদাহরণ। যেভাবে উৎকৃষ্ট জমি পানি দ্বারা উপকৃত হয় এবং তাতে ফল ও ফুল জন্মে, অনুরূপভাবে, যখন মু'মিনের অন্তরের উপর ক্বোরআনী আলোর বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তখন সেটাও তা দ্বারা উপকৃত হয়, ঈমান আনে, আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীর ফল-ফুলে পরিপূর্ণ হয়।

টীকা-১০৭. এটা কাফিরের উদাহরণ। নিকৃষ্ট জমি যেমন বৃষ্টি দ্বারা উপকৃত হতে পারেনা অনুরূপভাবে, কাফিরও ক্বোরআনি পাক দ্বারা উপকৃত হতে পারেনা।

টীকা-১০৮. যা' আল্লাহ্‌র একত্ব এবং ঈমানের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ হয়,

টীকা-১০৯. হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের পিতার নাম 'লামাক'। তিনি মুতাওয়াশ্‌শালাখের পুত্র ছিলেন। তিনি 'আখ্‌নূখ' আলায়হিস্ সালামের বংশধর ছিলেন। 'আখ্‌নূখ' হযরত ইদরীস্ আলায়হিস্ সালামের নাম। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ বৎসর বয়সে নবূয়তের সম্মানে ভূষিত হন। উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা আপন কুদরতের প্রমাণাদি এবং সৃষ্টিকর্মের চমৎকারিত্ব বর্ণনা করেন, যেগুলো দ্বারা তাঁর একত্ব এবং 'রাবূবিয়াত' (প্রতিপালকত্ব) প্রমাণিত হয়। আর (সৃষ্টির) মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার ও পুনরায় জীবিত হবার সত্যতার উপর অকাট্য প্রমাণাদিও প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁদের ঐসব ঘটনার কথাও (উল্লেখ করেন,) যেগুলো তাঁদের উম্মতদের

সাথে ঘটেছিলো। এ'তে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শান্তনা রয়েছে যে, শুধু আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা সত্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকছেনা, বরং পূর্বেকার যুগের উম্মতগণও সত্য থেকে বিমুখ থাকতো। আর নবীগণকে অস্বীকার করার পরিণাম হচ্ছে দুনিয়ার মধ্যে ধ্বংস এবং পরকালে মহা শাস্তি। এ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, নবীগণকে অস্বীকারকারীগণ আল্লাহ্‌র শাস্তিরই উপযোগী হয়। যে ব্যক্তি নবী করীম বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করবে তারও এই পরিণাম হবে।

নবীগণের আলোচনার মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়তের পক্ষে এক মহান দলীল রয়েছে। কেননা, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)- 'উম্মী' ছিলেন। অতঃপর তাঁর এসব ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা, বিশেষ করে তাও এমন এক দেশের মধ্যে, যেখানে কিতাবী সম্প্রদায়ের আলিমগণ বহুল সংখ্যায় মওজুদ ছিলো এবং তাঁর ঘোর বিরোধিতায়ও তারা বিশেষ তৎপর ছিলো। সামান্য কথার সুযোগ পেতেই তারা বিরাট হৈ চৈ শুরু করতো। সেখানে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) -এর এসব ঘটনা বর্ণনা করা এবং কিতাবীগণ (তা শুনে) নিশ্চুপ ও হতভম্ব হয়ে থাকা এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি সত্য নবী। বিশ্বপ্রতিপালক তাঁর প্রতি জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

টীকা-১১০. তিনিই ইবাদতের উপযোগী।

টীকা-১১১. সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করোনা।

টীকা-১১২. ক্বিয়ামত-দিবসের অথবা তুফান-দিবসের, যদি তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ না করো এবং সরল পথে না আসো।

টীকা-১১৩. যাঁর সম্পর্কে তোমরা ভালভাবে জ্ঞাত এবং তাঁর বংশ মর্যাদা সম্পর্কেও পরিচিত,

টীকা-১১৪. অর্থাৎঃ হযরত নূহ (আলায়হিস্ সালাম)-কে

টীকা-১১৫. তাঁর উপর ঈমান এনেছে এবং

টীকা-১১৬. সত্য যাদের দৃষ্টিগোচর হতোনা। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেছেন, "তাদের অন্তর অন্ধ ছিলো। মা'রেফাতের আলো দ্বারা তারা ধন্য ছিলোনা।"

فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۵۹﴾

অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত করো (১১০), তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই (১১১)। নিশ্চয় আমার মনে তোমাদের উপর মহা দিনের শাস্তির আশংকা রয়েছে (১১২)।'

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۶۰﴾

৬০. তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিলো, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।'

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۶۱﴾

৬১. (তিনি) বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই, আমি তো সৃষ্টি-জগতগুলোর প্রতিপালকের রসূল হই।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬২. তোমাদের নিকট আপন প্রতিপালকের বাণীসমূহ পৌঁছাচ্ছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি, আর আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সেই জ্ঞান রাখি, যা তোমরা রাখোনা।'

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬৩. এবং তোমাদের কি এর উপর বিস্ময় হচ্ছে যে, 'তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে একটা উপদেশ এসেছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন পুরুষের মাধ্যমে (১১৩), যাতে তিনি তোমাদেরকে সতর্ক করেন এবং তোমরা ভয় করো আর যাতে তোমাদের উপর দয়া হয়?'

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿۶۴﴾

৬৪. অতঃপর তারা তাঁকে (১১৪) অস্বীকার করেছে। অতঃপর আমি তাঁকে ও যারা (১১৫) তাঁর সাথে তরণীতে ছিলো তাদেরকে রক্ষা করেছি; এবং আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের আমি নিমজ্জিত করেছি। নিশ্চয় তারা এক অন্ধ সম্প্রদায় ছিলো (১১৬)।

রুকু' – নয়

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۶۵﴾

৬৫. এবং 'আদ'-এর প্রতি (১১৭) তাদের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক থেকে হূদকে প্রেরণ করেছি। (১১৮) বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত করো! তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তবে, তোমাদের কি ভয় নেই (১১৯)?'

টীকা-১১৭. এখানে 'প্রথম আদ'-এর কথা বলা হয়েছে। এরা হচ্ছে- হযরত হূদ (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায়। 'দ্বিতীয় আদ' হচ্ছে- হযরত সালিহ্ (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায়। তাদেরকে 'সামূদ' বলা হয়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একশ বছরের ব্যবধান ছিলো। (জুমাল)

টীকা-১১৮. হযরত হূদ (আলায়হিস্ সালাম)

টীকা-১১৯. আল্লাহ্‌র শাস্তির?

টীকা-১২০. অর্থাৎঃ রিসালতের দাবীর মধ্যে সত্যবাদী মনে করিনা।

টীকা-১২১. হযরত হূদ (আলায়হিস্ সালাম) সম্পর্কে কাফিরদের এ শালীনতা বিবর্জিত মন্তব্য- 'তোমাকে আমরা নির্বোধ মনে করি, মিথ্যুক বলে বিশ্বাস করি;' তাদের চূড়ান্ত পর্যায়েরই বেয়াদবী এবং হীনমন্যতা ছিলো আর তারা এ কথার উপযোগী ছিলো যে, তাদেরকে কঠোর ভাষায় জবাব দেয়া যেতো। কিন্তু তিনি (হযরত হূদ) স্বীয় উন্নত চরিত্র, শালীনতা এবং সহনশীলতার সাথে যে জবাব দিয়েছিলেন সেটার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন অবস্থারই সৃষ্টি হতে দেননি এবং তাদের মূর্খতাকে উপেক্ষাই করেছিলেন। এ থেকে দুনিয়া শিক্ষা লাভ করতে পারে যে, নির্বোধ এবং দুশ্চরিত্র লোকদেরকে এভাবেই সম্বোধন করা চাই। এতদসঙ্গে তিনি স্বীয় রিসালতের মর্যাদা, হিতাকাংখিতা ও বিশ্বস্ততারই কথা উল্লেখ করেছিলেন। এ থেকে এ মাস্আলা বুঝা যায় যে, জ্ঞানী ও পূর্ণতার অধিকারী লোকদের জন্য স্থানভেদে নিজেদের উচ্চপদ ও পূর্ণতা প্রকাশ করা বৈধ।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বললো, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে নির্বোধ মনে করি এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের মধ্যে গণ্য করি (১২০)।'

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়, নির্বোধ হবার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি তো বিশ্ব-প্রতিপালকের রসূল হই।

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ পৌঁছাচ্ছি এবং তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাংখী হই (১২১)।

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. এবং তোমাদের কি এটার উপর বিস্ময় হয়েছে যে, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে একটা উপদেশ এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন পুরুষের মাধ্যমে এজন্য যে, তোমাদেরকে সতর্ক করবে? এবং স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদেরকে নূহ-এর সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত করেছেন (১২২) এবং তোমাদের গড়নের মধ্যে প্রশস্ততা বৃদ্ধি করেছেন (১২৩)। সুতরাং আল্লাহর নি'মাতসমূহকে স্মরণ করো (১২৪), যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়।'

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾

৭০. (তারা) বললো, 'তুমি কি আমাদের নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছো (১২৫) যে, আমরা এক আল্লাহরই ইবাদত করবো এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাদের (১২৬) ইবাদত করতো তাদেরকে ছেড়ে দেবো? সুতরাং আনয়ন করো (১২৭) (সেটা) যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিচ্ছো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।'

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٧١﴾

৭১. বললো, (১২৮), 'নিশ্চয় তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি এবং ক্রোধ পতিত হয়ে গেছে (১২৯); তবে কি তোমরা আমার সাথে শুধু সেসব নাম সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ রচনা করে রেখেছো (১৩০), আল্লাহ্ সেগুলোর কোন সনদ অবতরণ করেননি? সুতরাং তোমরা রাস্তা দেখো (১৩১), আমিও তোমাদের সাথে দেখছি।'

টীকা-১২২. এটা তাঁর কত বড় অনুগ্রহ!

টীকা-১২৩. এবং খুব বেশী শক্তি ও দীর্ঘ কায়া দান করেছেন।

টীকা-১২৪. এবং এমন অনুগ্রহকারী সত্তার উপর ঈমান আনো এবং আনুগত্য ও ইবাদতসমূহ পালন করে তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

টীকা-১২৫. অর্থাৎ নিজ ইবাদতখানা থেকে। হযরত হূদ আলায়হিস্ সালাম আপন সম্প্রদায়ের বস্তি থেকে পৃথক একটা নির্জন স্থানে ইবাদত করতেন। যখন তাঁর নিকট ওহী আসতো তখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট এসে তা শুনিয়ে দিতেন।

টীকা-১২৬. বোত,

টীকা-১২৭. সে-ই শাস্তি,

টীকা-১২৮. হযরত হূদ আলায়হিস্ সালাম,

টীকা-১২৯. এবং তোমাদের অবাধ্যতার কারণে তোমাদের উপর শাস্তি আসাটা অবধারিত ও নিশ্চিত হয়ে গেছে।

টীকা-১৩০. এবং সেগুলোর উপাসনা আরম্ভ করেছো এবং উপাস্যরূপে মানতে আরম্ভ করেছো; অথচ সেগুলোর কোন 'হাক্বীক্বত' বা বাস্তবতাই নেই। আর 'ইলাহ্' হবার অর্থ থেকেই সেগুলো একেবারে শূন্য ছিলো।

টীকা-১৩১. আল্লাহর শাস্তির,

টীকা-১৩২. যারা তাঁর অনুসারী ছিলো এবং তাঁর উপর ঈমান এনেছিলো

টীকা-১৩৩. সেই শাস্তি থেকে, যা হযরত হূদ (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো।

টীকা-১৩৪. এবং হযরত হূদ (আলায়হিস্ সালাম)-কে অস্বীকার করতো,

টীকা-১৩৫. এবং এভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন যে, তাদের মধ্যে একজনও রক্ষা পায়নি।

সংক্ষিপ্ত ঘটনাঃ 'আদ সম্প্রদায়' 'আহক্বাফ'-এ বসবাস করতো, যা ওমান ও হাদ্বারা মাউত-এর মধ্যবর্তী ইয়েমেনী এলাকার একটা মরুভূমি ছিলো। তারা ভূ-পৃষ্ঠকে অপকর্মে ভর্তি করে দিয়েছিলো। দুনিয়ার অন্যান্য সম্প্রদায়কে তারা অত্যাচার ও শক্তির দাপটে পদদলিত করেছিলো। তারা মূর্তি পূজারী ছিলো। তাদের একটা মূর্তির নাম ছিলো 'সাদা' (صـداء), একটার নাম সামূদ (صمـود) এবং একটার নাম ছিলো 'হাবা' (هـبـاء)।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে হযরত হূদ আলায়হিস্ সালামকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। শির্ক, মূর্তিপূজা এবং যুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন। ঐসব লোক তা মান্য করতে অস্বীকৃতি জানালো এবং তাঁকে অস্বীকার করতে লাগলো। অধিকন্তু বলতে লাগলো, "আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী কে আছে?" মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র তাদের মধ্য থেকে হযরত হূদ আলায়হিস্ সালামের উপর ঈমান আনলেন। তাঁরা সংখ্যায় অতি স্বল্প ছিলেন এবং নিজেদের ঈমানকে গোপন করে রাখতেন। ঐসব ঈমানদারের মধ্যে একজনের নাম ছিলো 'মারসাদ ইব্‌নে সা'আদ ইব্‌নে 'উদায়র' (مـرثـد بن سعد بن عُفَيـر)। তিনি স্বীয় ঈমানকে গোপন রাখতেন।

যখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো, তাদের নবী হযরত হূদ আলায়হিস্ সালামকে অস্বীকার করলো, দুনিয়ায় ফ্যাসাদ আরম্ভ করলো, যুলুম অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করতে লাগলো এবং অতি উচ্চ ও মজবুত অট্টালিকা নির্মাণ করলো– মনে হচ্ছিলো যেন তারা একথাই বিশ্বাস করতো যে, তারা এ দুনিয়ায় চিরদিনই থাকবে; যখন তাদের অপরাধ এ পর্যায়ে পৌঁছলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন। তিন বছর যাবৎ বৃষ্টিপাত হয়নি। তখন তারা মহা বিপদে পড়লো।

সে যুগে একটা প্রথা ছিলো যে, যখন কোন বালা-মুসীবৎ অবতীর্ণ হতো তখন লোকেরা পবিত্র কা'বা গৃহে হাযির হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সেই মুসীবৎ দূরীভূত করার জন্য প্রার্থনা করতো। এজন্য তারাও একদল প্রতিনিধি 'বায়তুল্লাহ্ শরীফে' রওনা করলো। এ প্রতিনিধি দলের মধ্যে ক্বায়ল ইবনে আনায, ন'ঈম ইব্‌নে হাযাল এবং মারসাদ ইব্‌নে সা'আদও ছিলো। তারা ঐসব লোক ছিলেন, যারা হযরত হূদ (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপর ঈমান এনেছিলো এবং স্বীয় ঈমানকে গোপন করতো।

সূরা ঃ ৭ আ'রাফ ২৯৪ পারা ঃ ৮

৭২. অতঃপর আমি তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে (১৩২) স্বীয় এক মহা দয়া পূর্বক উদ্ধার করেছি (১৩৩) এবং যারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো (১৩৪) তাদেরকে নির্মূল করেছি (১৩৫) এবং তারা ঈমান আনয়নকারী ছিলোনা।

فَأَنْجَيْنَٰهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا
وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَا
وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝

মানযিল - ২

ঐ যুগে মক্কা মুকাররামায় 'আমালীক্ব' (সম্প্রদায়) বসবাস করতো। তাদের নেতা ছিলো মু'আবিয়া ইবনে বাকার। তার নানা-সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন 'আদ গোত্রের মধ্যে ছিলো। সেই এলাকা থেকেই প্রতিনিধি দলটা মক্কা মুকার্‌রামার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মু'আবিয়া ইব্‌নে বাকারের বাড়ীতে অবস্থান গ্রহণ করলো। সে এসব লোকের যথেষ্ট সমাদর করলো, অতিমাত্রায় আতিথিয়েতা করলো। এখানে এসব লোক মদ্যপান করতে এবং দাসীদের নৃত্য উপভোগ করতে লাগলো। এভাবে তারা আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে পূর্ণ একটা মাস অতিবাহিত করলো।

তখন মু'আবিয়া মনে মনে এ কথা ভাবলো যে, এসব লোকতো আরাম-আয়েশের নেশায় এমনি মত্ত হয়ে গেছে যে, নিজেদের গোত্রের ঐ বিপদের কথা পর্যন্ত ভুলে বসেছে, যাতে তারা সেখানে আটকা পড়েছে। কিন্তু মু'আবিয়া ইবনে বাকারের এ ধারণাও ছিলো যে, যদি সে ঐসব লোককে কিছু বলে তবে তারা সম্ভবতঃ একথা মনে করতে পারে যে, 'এখন তাদের আতিথেয়তা তার নিকট কষ্টদায়ক অনুভূত হচ্ছে।' এ কারণে সে গায়িকা-দাসীদেরকে এমন সব কবিতা পাঠের নির্দেশ দিলো, 'যে গুলোর মধ্যে আদ গোত্রের দুর্ভিক্ষের উল্লেখ ছিলো। দাসীরা যখন উক্ত সব কবিতা পাঠ করলো, তখন তাদের স্মরণ হলো, "আমরাতো ঐ গোত্রীয়দের বিপদের কথা ফরিয়াদ করার উদ্দেশ্যেই মক্কা-মুকাররামায় প্রেরিত হয়েছি।"

অতএব, তারা তখনই হেরম শরীফে প্রবেশ করে তাদের সম্প্রদায়ের উপর বৃষ্টি বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করার মনস্থ করলো। তখন মারসাদ ইবনে সা'আদ বললেন, "আল্লাহর শপথ, তোমাদের প্রার্থনায় বৃষ্টি বর্ষিত হবে না; কিন্তু যদি তোমরা তোমাদের নবীর কথা মেনে চলো তবেই বৃষ্টিপাত হবে।" তখনই মারসাদ স্বীয় 'ইসলাম' প্রকাশ করলো। এসব লোক মারসাদকে ত্যাগ করলো এবং নিজেরা মক্কা মুকার্‌রামায় গিয়ে প্রার্থনা করলো। আল্লাহ্ তা'আলা তিনটা মেঘ প্রেরণ করলেন– একটা সাদা, একটা লাল এবং একটা কালো। আর আসমান থেকে আহবান আসলো– "হে ক্বায়ল! নিজের জন্য ও নিজ সম্প্রদায়ের জন্য এ মেঘগুলো থেকে যে কোন একটা মেঘকে গ্রহণ করো।" সে কালো বর্ণের মেঘকেই গ্রহণ করলো, এ ধারণায় যে, তা থেকে খুব বেশী পানি বর্ষিত হবে।

অতঃপর সেই কালো মেঘ 'আদ গোত্রের দিকে রওনা হলো এবং ওসব লোক তা দেখে খুবই খুশী হলো। কিন্তু তা থেকে এক বাতাস প্রবাহিত হলো। তা এতো প্রবল ছিলো যে, উট ও মানুষকে উড়িয়ে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলো! এটা দেখে ঐসব লোক আপন আপন ঘরে ঢুকে পড়লো এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিলো; কিন্তু তারা বাতাসের তীব্রতা থেকে বাঁচতে পারেনি। বাতাস দরজাগুলো উৎপাটিত করলো এবং তাদেরকে ধ্বংস করে ফেললো। আর

আল্লাহ্‌র কুদরতে, কালো বর্ণের পাখী আত্মপ্রকাশ করলো, যে গুলো তাদের লাশগুলোকে উঠিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো। হযরত হূদ আলায়হিস্ সালাম মু'মিনদেরকে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে সরে গিয়েছিলেন। এ কারণে, তাঁরা নিরাপদে ছিলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পর ঈমানদারগণকে সঙ্গে নিয়ে হযরত হূদ আলায়হিস্ সালাম মক্কা মুকাররামায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং পবিত্র জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানেই আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকেন।

টীকা-১৩৬. যারা হেজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী 'হিজর' নামক ভূ-খণ্ডে বসবাস করতো।

রুকূ' – দশ

৭৩. এবং 'সামূদ' (সম্প্রদায়)-এর প্রতি (১৩৬) তাদের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক থেকে 'সালিহ'-কে প্রেরণ করেছি। বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, যিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয়, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে (১৩৭) উজ্জ্বল নিদর্শন এসেছে (১৩৮), এটা 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী' (১৩৯), তোমাদের জন্য নিদর্শন। সুতরাং ওটাকে ছেড়ে দাও, যাতে আল্লাহ্‌র যমীনের মধ্যে চরে খায় এবং সেটার গায়ে মন্দভাবে হাত লাগাবেনা (১৪০), যার ফলে তোমাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আসবে।'

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

৭৪. এবং স্মরণ করো (১৪১), যখন তিনি তোমাদেরকে 'আদ (সম্প্রদায়)-এর স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং রাজ্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন– নরম জমিতে প্রাসাদ তৈরী করছো (১৪২) এবং পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো (১৪৩)। সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহগুলোকে স্মরণ করো (১৪৪); এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদকারী হয়ে বিচরণ করোনা।

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا ءَالَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

৭৫. তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে দাম্ভিকগণ দুর্বল মুসলমানদেরকে বললো, 'তোমরা কি জানো যে, সালিহ্ তাঁর প্রতিপালকের রসূল হন?' (তারা) বললো, 'যা কিছু নিয়ে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে আমরা তার উপর ঈমান রাখি (১৪৫)।'

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

৭৬. দাম্ভিকেরা বললো, 'তোমরা যার উপর ঈমান আনছো আমরা তা বিশ্বাস করিনা।'

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنتُم بِهِ كَٰفِرُونَ ۝

৭৭. অতঃপর তারা (১৪৬) উষ্ট্রীর গোছগুলো কেটে ফেললো এবং আপন প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো আর বললো,

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا

টীকা-১৩৭. আমার নবূয়তের সত্যতার উপর

টীকা-১৩৮. যার বিবরণ হচ্ছে এটা যে,

টীকা-১৩৯. যা, না কোন ঔরশে ছিলো, না কোন গর্ভে; যা না কোন 'নর উষ্ট্র' থেকে জন্মলাভ করেছে, না কোন মাদী থেকে (প্রসূত হয়েছে), না গর্ভের মধ্যে অবস্থান করেছে, না সেটার গড়ন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে; বরং তা স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত পাহাড়ের একটা পাথর থেকে একইবারে সৃষ্ট হয়েছে। সেটার এমনই সৃষ্টি ছিলো একটা মু'জিযা (অলৌকিক ঘটনা)। তারপর সেটা একদিন পানি পান করতো সমগ্র 'সামূদ সম্প্রদায়' একদিন (পান করতো)। এটাও এক মু'জিযা যে, একটা উষ্ট্রী একটা গোত্রের লোকদের সমপরিমাণ পান করতো। এতদ্ব্যতীত, সেটা যেদিন পানি পান করতো সেদিনই তা থেকে দুধ দোহন করা হতো। আর তাও এতো বেশী পরিমাণে হতো যে, গোটা গোত্রের জন্যই তা যথেষ্ট হতো এবং পানির বিকল্প হয়ে যেতো। এটাও এক 'মু'জিযা' ছিলো এবং সমস্ত জঙ্গলী পশু ও জীবগুলো সেটার পানি পান করার দিন পানি পান করা থেকে বিরত থাকতো। এটাও একটা মু'জিযা ছিলো। এতসব মু'জিযা হযরত সালিহ (আলায়হিস্ সালাম)-এর নবূয়তের সত্যতার পক্ষে মহান দলীল ছিলো।

টীকা-১৪০. মারবেনা এবং তাড়াবেও না। যদি এমন করো তবে এ পরিণামই ভোগ করতে হবে–

টীকা-১৪১. হে সামূদ সম্প্রদায়!

টীকা-১৪২. গরমের মৌসুমে আরাম উপভোগ করার জন্য

টীকা-১৪৩. শীতের মৌসুমের জন্য।

টীকা-১৪৪. এবং সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো;

টীকা-১৪৫. তাঁর দ্বীনকে গ্রহণ করি, তাঁর রিসালতকে বিশ্বাস করি।

টীকা-১৪৬. সামূদ সম্প্রদায়

টীকা-১৪৭. সেই শাস্তি,

টীকা-১৪৮. যখন তারা অবাধ্য হলো। বর্ণিত হয় যে, ঐসব লোক বুধবারে উষ্ট্রীর গোছিগুলো কেটেছিলো (সেটাকে বধ করেছিলো)। অতঃপর হযরত সালিহ আলায়হিস্ সালাম বললেন, "তোমরা এরপর মাত্র তিন দিন জীবিত থাকবে। প্রথম দিন তোমাদের সবার চেহারা হলদে বর্ণের হয়ে যাবে, দ্বিতীয় দিন লাল, আর তৃতীয় দিন কালো হয়ে যাবে। চতুর্থ দিন শাস্তি আসবে।" সুতরাং অনুরূপই হয়েছিলো। পরবর্তী রবিবার দুপুরের পূর্বক্ষণে আসমান থেকে একটা ভয়ানক আওয়াজ আসলো, যার ফলে ঐসব লোকের হৃদযন্ত্র ফেটে গেলো এবং সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

টীকা-১৪৯. যিনি হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাতু ওয়াস্ সালামের ভ্রাতুষ্পুত্র হন। তিনি সাদ্দূমবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন। যখন তাঁর চাচা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম সিরিয়ার দিকে হিজরত করলেন এবং ফিলিস্তীন ভূমিতে গিয়ে উপনীত হন তখন হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম জর্দানে অবতরণ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সাদ্দূমবাসীদের প্রতি প্রেরণ করলেন। তিনি সেখানকার লোকদেরকে সত্যধর্মের প্রতি দাওয়াত দিতেন এবং কুকর্মে বাধা দিতেন। যেমন আয়াত শরীফে এর উল্লেখ আসছে−

টীকা-১৫০. অর্থাৎ তাদের সাথে বলাৎকার করছো

টীকা-১৫১. অর্থাৎ হালাল ছেড়ে হারামে লিপ্ত হয়েছো এবং এমন কুকর্মে লিপ্ত হয়েছো। মানুষকে তো 'কাম-তৃপ্তি' বংশ বিস্তার ও দুনিয়াকে আবাদ রাখার জন্যই দেয়া হয়েছে। আর নারী জাতিকে 'যৌন-কামস্থল' এবং বংশ বিস্তারের পাত্রী করা হয়েছে, যাতে তাদের মাধ্যমে প্রসিদ্ধ পন্থায় শরীয়তের অনুমতি অনুসারে সন্তান লাভ করা যায়। যখন পুরুষেরা নারীদের ছেড়ে তাদের কাজ পুরুষদের থেকে নিতে চাইলো, তখন তারা সীমালংঘন করে গেলো। আর তারা সেই (কাম) শক্তির সঠিক উদ্দেশ্যকে হারিয়ে বসলো। কেননা, পুরুষদের মধ্যে না গর্ভ ধারণের ক্ষমতা আছে, না সে সন্তান প্রসব করে। সুতরাং তাদের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়া শয়তানী (কর্ম) ছাড়া আর কি হতে পারে?

এ প্রসঙ্গে জীবন চরিত ও ইতিহাস বেত্তাদের বর্ণনা হচ্ছে−

লূত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলো অতীব সুজলা ও সুফলা ছিলো। সেখানে শস্য ও ফলমূল খুব বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হতো। দুনিয়ার অন্য কোন ভূ-খণ্ড এর মতো ছিলোনা। এ কারণে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এখানেই আসতো এবং তাদেরকে বিরক্ত করতো। এমনি যুগসন্ধিক্ষণে অভিশপ্ত ইবলীস একজন বৃদ্ধের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলো এবং তাদেরকে বলতে লাগলো, "তোমরা যদি অতিথিদের আধিক্য থেকে মুক্তি পেতে চাও, তবে যখন তারা আসবে তখন তাদের সাথে কুকর্ম (বলাৎকার) করো!" এভাবেই তারা এ কুকর্মটা শয়তানের নিকট থেকে শিখেছিলো এবং তা তাদের মধ্যে প্রচলিত হলো।

يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ
مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٧٧

'হে সালিহ! আমাদের উপর নিয়ে এসো (১৪৭) যেটার তুমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো যদি তুমি রসূল হও।'

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِيْ
دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝٧٨

৭৮. অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প পেয়ে বসলো। ফলে, প্রভাতে তারা তাদের ঘরগুলোর মধ্যে অধোঃমুখে পতিত অবস্থায় রয়ে গেলো।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا
تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ۝٧٩

৭৯. অতঃপর সালিহ তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো (১৪৮) এবং বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের 'রিসালত' (বাণী) পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি; কিন্তু তোমরা হিতাকাংখীদের কল্যাণ পছন্দই করোনা।'

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ أَتَأْتُوْنَ
الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝٨٠

৮০. এবং লূতকে প্রেরণ করেছি (১৪৯)। যখন তিনি আপন সম্প্রদায়কে বললেন, 'তোমরা কি সে-ই নির্লজ্জ কাজ করছো, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বের মধ্যে কেউ করেনি?'

إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ
دُوْنِ النِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝٨١

৮১. তোমরা তো পুরুষদের নিকট কাম-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে গমন করছো (১৫০) নারীদেরকে ছেড়ে; বরং তোমরা সীমা লংঘন করে গেছো (১৫১)।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ إِلَّآ أَنْ قَالُوْٓا
أَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ
يَّتَطَهَّرُوْنَ ۝٨٢

৮২. এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কোন উত্তরই ছিলোনা, কিন্তু এ কথাই বলা যে, 'তাদেরকে (১৫২) তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও! এসব লোক তো পবিত্রতা চায় (১৫৩)।'

فَأَنْجَيْنٰهُ وَأَهْلَهٗٓ إِلَّا امْرَأَتَهٗ

৮৩. এবং আমি তাঁকে (১৫৪) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করেছি। কিন্তু তাঁর স্ত্রী;

টীকা-১৫২. অর্থাৎ হযরত লূত (আলায়হিস্ সালাম) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে

টীকা-১৫৩. এবং পবিত্রতাই উত্তম হয়ে থাকে। সেটাইতো প্রশংসার যোগ্য হয়; কিন্তু সেই সম্প্রদায়ের রুচি এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো যে, তারা এ প্রশংসনীয় গুণকে দোষ বলে সাব্যস্ত করলো।

টীকা-১৫৪. অর্থাৎ হযরত লূত আলায়হিস্ সালামকে

টীকা-১৫৫. সে কাফিরা ছিলো এবং সেই সম্প্রদায়কে ভালবাসতো।

টীকা-১৫৬. আশ্চর্য ধরণের, যার সাথে এমন পাথর বর্ষিত হয়েছিলো যে, তা গন্ধক ও আগুন মিশ্রিত ছিলো।

كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝

সে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলো (১৫৫)।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

৮৪. এবং আমি তাদের উপর এক (প্রকার শিলা) বৃষ্টি বর্ষণ করেছি (১৫৬)। সুতরাং দেখো অপরাধীদের কী পরিণাম হয়েছিলো (১৫৭)!

রুকূ' - এগার

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

৮৫. মাদয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক থেকে শো'আয়বকে প্রেরণ করেছি (১৫৮)। বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে(১৫৯)। সুতরাং (তোমরা) মাপ ও ওজন পরিপূর্ণভাবে করো এবং লোকদের পণ্যসমূহ কম দিওনা (১৬০) এবং যমীনের মধ্যে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার পর ফ্যাসাদ ছড়িয়োনা; এটা তোমাদের জন্য কল্যাণই, যদি ঈমান আনো।'

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

৮৬. এবং প্রত্যেক পথের উপর এভাবে বসোনা যে, পথিকদেরকে ভয়-প্রদর্শন করবে, আল্লাহ্র পথে তাদেরকেই বাধা দেবে (১৬১) যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে এবং সেটার মধ্যে বক্রতা অনুসন্ধান করবে! এবং স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন (১৬২); এবং দেখো (১৬৩), ফ্যাসাদকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে! ★★★

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِىْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

৮৭. এবং যদি তোমাদের মধ্যে একটা দল সেটার উপর ঈমান আনে, যা নিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আর একটা দল তা মানেনি (১৬৪), তবে ধৈর্যধারণ করে থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন (১৬৫) এবং আল্লাহ্র মীমাংসাই সবচেয়ে উত্তম (১৬৬)। ★★★★

এক অভিমত এটা, রয়েছে যে, বস্তিতে বসবাসকারীগণ, যারা সেখানে অবস্থান করছিলো, তাদেরকে তো জমির মধ্যে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছিলো। আর যারা সফররত ছিলো, তারা উক্ত বৃষ্টি দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো।

টীকা-১৫৭. হযরত মুজাহিদ বর্ণনা করেন যে, হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) অবতীর্ণ হন এবং তিনি স্বীয় বাহুকে লূত সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহের নীচে রেখে সেই ভূ-খণ্ডকে উৎপাটিত করে আসমানের কাছাকাছি পৌছে সেটাকে উল্টিয়ে নীচে ফেলে দিলেন। এরপর পাথর বর্ষণ করা হয়েছিলো।

টীকা-১৫৮. হযরত শো'আয়ব (আলায়হিস্ সালাম)।

টীকা-১৫৯. যা দ্বারা আমার নবূয়ত ও রিসালত নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। এ 'প্রমাণ' দ্বারা 'মু'জিযা'-এর কথাই বুঝানো হয়েছে। ★

টীকা-১৬০. তাদের প্রাপ্য বিশ্বস্ততা সহকারে পূর্ণভাবে প্রদান করো।

টীকা-১৬১. এবং দ্বীনের অনুসরণ করার পথে মানুষের জন্য প্রতিবন্ধক হয়োনা। ★★

টীকা-১৬২. তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। সুতরাং তাঁর এ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ঈমান আনো।

টীকা-১৬৩. শিক্ষাগ্রহণ করার মনোভাব সহকারে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থাদি ও বিগত যুগগুলোর মধ্যে অবাধ্যতা প্রদর্শনকারীদের পরিণাম দেখো এবং চিন্তা-ভাবনা করো।

টীকা-১৬৪. এবং যদি তোমরা আমার নবূয়তের মধ্যে মতভেদ করে দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাও– একদল মান্য করো এবং অপরদল অস্বীকার করো,

টীকা-১৬৫. অর্থাৎ সত্যায়নকারী ঈমানদারগণকে সম্মানিত করেন এবং তাঁদের সাহায্য করেন আর মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে ধ্বংস করে দেন ও মহাশাস্তি প্রদান করেন

টীকা-১৬৬. কেননা, তিনিই প্রকৃত হাকিম। ★★★★

★ হযরত শো'আয়ব আলায়হিস্ সালামের মু'জিযা এ ছিলো যে, তিনি খুব উঁচু পর্বতকে নির্দেশ দিতেন। তখন তা নীচু হয়ে যেতো। অতঃপর তিনি সেটার উপর আরোহণ করতেন। এতদ্ব্যতীত আরো মু'জিযা রয়েছে, যেগুলো কাশ্শাফ প্রণেতা তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

(★ পাদটীকার অবশিষ্টাংশ)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অন্যান্য নবীগণের ন্যায় হযরত শো'আয়ব আলায়হিস্ সালামের মু'জিযা ক্বোরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়নি; যেমনিভাবে আমাদের নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনেক মু'জিযা ক্বোরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়নি। এমনকি হাদীস শরীফেও হযরত শো'আয়ব আলায়হিস্ সালামের মু'জিযাদির বর্ণনা আসেনি। (যেমন 'তাফসীর-ই-ফারেসী'র প্রণেতা উল্লেখ করেছেন।)

হযরত শো'আয়ব আলায়হিস সালামের বংশ নামাঃ হযরত শো'আয়ব ইব্‌নে মীকীল ইব্‌নে ইয়াশ্‌খার ইব্‌নে মাদ্‌য়ান। ইনি রায়সা বিনতে লূতকে (আলায়হিস সালাম)কে বিবাহ করেন। তাঁর ঔরশে সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ এতো অধিক বিস্তার লাভ করেছে যে, তাদেরই পৃথক গোষ্ঠী 'মাদ্‌য়ান' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো।

হযরত শো'আয়ব আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্‌র ভয়ে অত্যোধিক কান্নাকাটি করতেন। কাঁদতে কাঁদতে শেষ পর্যন্ত তাঁর চোখের জ্যোতি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। যার ফলে, এ কথা প্রসিদ্ধি লাভ করলো যে, তিনি (আঃ) অন্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর উপাধি ছিলো 'খতীবুল আম্বিয়া' (خطيب الانبيار)।

তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা পরিমাপে কম-বেশী করতো। এটাই তাদের কুফরের উপর অতিরিক্ত ব্যাধি ছিলো। সুতরাং তিনি তাদেরকে ওজন ও পরিমাপে কমবেশী না করে তা পরিপূর্ণভাবে করার জন্য নির্দেশ দিলেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে- فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ অর্থাৎঃ "তোমরা পরিমাপ ও ওজন পরিপূর্ণ ভাবে করো।"

সুক্ষ্ম বিষয়ঃ ওজন ও পরিমাপে কমবেশী করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং তা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষই করে থাকে। এমন অপকর্ম সেই করে, যে তার লোভ-লালসা ও রিপুর কুপ্রবৃত্তির নিকট হেরে গেছে। বস্তুতঃ এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ পালন করলে মানুষের মধ্যেকার 'নাফস-ই-আম্মারাহ্' (মন্দ কাজের নির্দেশদাতা রিপু) থেকে পবিত্র হওয়া যায়, যাকে 'তায্‌কিয়াহ্-ই-নাফ্‌স' বা 'আত্মার পরিশুদ্ধি'ও বলা হয়।

হাদীসঃ হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমান- "নামায, ওযূ ও ওজন-পরিমাপ- এ সবই আমানত।"

হাদীসঃ হুযূর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- "তোমাদেরকে ওজন ও পরিমাপের যিম্মাদার (আমানতদার) করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলো তাতে কমবেশী করার পাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।"

(তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান)

★★ বর্ণিত আছে যে, কাফিরগণ হযরত শো'আয়ব আলায়হিস্ সালামের নিকট আসার বিভিন্ন রাস্তার উপর বসে যেতো। আর প্রত্যেক পথিককে বলতো, "কোথায় যাচ্ছো?" যদি বলতো- "শো'আয়ব আলায়হিস্ সালামের নিকট যাবো;" তবে বলতো, "তাঁর নিকট গিয়ে কি করবে? তিনি তো একজন মহা মিথ্যাবাদী। (নাঊযু বিল্লাহ!) তিনি যে তাদেরকে তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বেন।"

এভাবে প্রত্যেক মু'মিনকেও বিভিন্ন ধরণের অযথা কথা বলে ভীতি প্রদর্শন করতো।

কেনি কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তারা ডাকাত ছিলো। পথিকদের মালামাল লুঠ করতো।

(তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান)

★★★ প্রকাশ্যভাবে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এ উক্তিও শো'আয়ব আলায়হিস্ সালামের। তিনি আপন সম্প্রদায়কে বলেছেন- "তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের ঐতিহাসিক অবস্থাদির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করো এবং শিক্ষা গ্রহণ করো। হতে পারে যে, এ সম্বোধনটা আরববাসীদেরকে করা হয়েছে।

এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, ঐতিহাসিক অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া, সম্প্রদায়গুলোর উত্থান ও পতনের অবস্থাদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা খোদারই নির্দেশ।

অনুরূপভাবে, বুযর্গানে দ্বীনের, বিশেষ করে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আদর্শ জীবনী পাঠ করা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা উত্তম ইবাদতেরই শামিল। এ থেকে খোদাভীরুতা, খোদার ভয় এবং ইবাদতের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

(তাফ্‌সীর-ই-নূরুল ইরফান)

★★★★ অষ্টম পারা সমাপ্ত।